

## ভোটার তালিকা যাচাইয়ে নয়া নিয়মে কড়া নজরদারি নবায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে ভোটার তালিকা নিয়ে সম্প্রতি যে অস্বাভাবিক ঘটনাগুলির অবতারণা হয়েছে, তা প্রশাসনের অন্দরে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনী কর্মিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে, অনলাইন ভোটার তালিকা তৈরির নামে কারসাজি করা হচ্ছে। এই অভিযোগের পরেই নবায়ের প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে এবং ভোটার তালিকা সংশোধন করতে ব্যাপক নজরদারি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নেতৃত্বে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগের পর থেকেই রাজ্য সরকার বিষয়টি নিয়ে গভীর তদন্ত নেমেছে। ভোটার তালিকার মধ্যে ‘ নাম অন্তর্ভুক্তির ঘটনা সামনে আসতে শুরু করেছে। অভিযোগ রয়েছে যে, বেশ কিছু জেলায় ভোটার তালিকায় মৃত ব্যক্তিদের নাম, এমনকি এমন ব্যক্তিদের নামও যুক্ত করা হয়েছে যারা বাস্তবে কখনোই ভোটার হতে পারেননি। এসব কারসাজির মাধ্যমে ভোটার সময় ভোটারদের প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলতে চাওয়া হচ্ছে, এমনটিই অভিযোগ। বিশেষত, বার্কটপুরের চম্পাহাটি পঞ্চায়েতের ঘটনা প্রাসঙ্গিক। সেখানে গত লোকসভা নির্বাচনের সময় ১৮ থেকে ১৯ হাজার ভোটারের সংখ্যা ছিল, কিন্তু আচমকা তা বেড়ে ২২,৪০০-এ পৌঁছায়। এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে নির্বাচনী কর্মকাণ্ড নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। একটি এলাকায় মাত্র কিছুদিনের মধ্যে এক সংখ্যক নতুন ভোটার কীভাবে এসে পৌঁছান, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নির্দেশ অনুযায়ী, এখন থেকে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজের ওপর কড়া নজরদারি রাখা হবে। আবেদন জমা পড়ার পর সংশ্লিষ্ট দফতরগুলি তা যাচাই করতে বাধ্য হবে। যদি কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় অতিরিক্ত সংখ্যক ভোটার কার্ডের আবেদন জমা পড়ে, তবে তা পুনরায় যাচাই করা হবে। এমনকি, সরকারি কর্মীদের বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ ওঠে যে তারা ভুলভুলে ভোটার তালিকা তৈরির সঙ্গে যুক্ত, তবে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রাজ্য প্রশাসন আরও স্পষ্ট করে জানিয়েছে, ভোটার তালিকার ভুল সংশোধন করতে আরও বেশি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এর পাশাপাশি, বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক ও দফতরগুলিকে এসব বিষয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনকে একযোগে কাজ করতে হবে যাতে জনগণের ভোটাধিকার ক্ষুণ্ণ না হয়। এই সমস্ত পদক্ষেপের উদ্দেশ্য একটাই- জনগণের আস্থার প্রতি সম্মান রাখা এবং যাতে কোনও রকম প্রতারণার আশ্রয় না নেওয়া যায়। ভূত ভোটার তালিকা থেকে বিরত থাকার জন্য প্রশাসন সর্বকিছু থেকে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করবে এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। প্রশাসনিক পর্যায়ে ইতিমধ্যেই নজরদারি বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে, এই প্রক্রিয়া কতটা সফল হবে, তা ভবিষ্যতে আরও পরিষ্কার হবে। তবে, এই পদক্ষেপগুলো রাজ্যবাসীর জন্য আশার সঞ্চার করেছে যে, ভোটার সচিবতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য প্রশাসন আগামী সতর্ক এবং কঠোর অবস্থানে রয়েছে।

## তুমুল অশান্তি কর্নাটক-মহারাষ্ট্রে

মুম্বই, ২৩ ফেব্রুয়ারি : ভাষাঘর্ষে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হল কর্ণাটক-মহারাষ্ট্র বাস পরিষেবা। একটি বাসে এক যাত্রী মরাটি ভাষায় টিকিট চেয়েছিলেন কন্ডাক্টরের কাছে। তিনি ওই যাত্রীকে কন্নড় ভাষায় বলতে বলেন! এই নিয়ে উত্তেজনা শুরু হল কন্ডাক্টরকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। বামেলো এখানেই শেষ হয়নি। পরদিন ওই রুটের একটি বাসের চালকের উপর হামলা হয় বলে অভিযোগ। চালকের মুখে কালো গুঁড় মাখিয়ে দেয় একদল অজ্ঞাতপরিচয়ি ব্যক্তি। এর পরেই অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্ণাটকের সঙ্গে বাস পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল মহারাষ্ট্র। একদিকে যখন অভিযোগ, কন্ডাক্টর কন্নড় ভাষায় টিকিট চাইতে বলায় তার উপরে চড়াও হয় একদল ব্যক্তি, অন্যদিকে তেমনই কন্ডাক্টরের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু হয়েছে।

## আগামী সপ্তাহে মমতার নেতৃত্বে তৃণমূলের দলীয় সভা



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : টার্গেট আড়াইশো আসন জয়। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে রণকৌশল ঠিক করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। সূত্রের খবর, আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বহু প্রতীক্ষিত বৈঠকে বসছে ঘাসফুল শিবির। সব বিধায়ক, সব সাংসদ, জেলা পরিষদের সভাপতি-সহ দলের সমস্ত পদাধিকারীকে ডাকা হচ্ছে। দলের তরফে তাদের কাছে আমন্ত্রণ পৌঁছে যাবে। নেতাজি ইন্ডারের সেই বৈঠকে সংগঠনের রদবদল নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা প্রবল। ছাব্বিশের নির্বাচনের প্রাথমিক রূপরেখা স্থির হতে পারে। রাজনৈতিক মহলের মত, ২৭ তারিখের এই বৈঠক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। চব্বিশের লোকসভা ভোটের দারুণ সাফল্যকে হাতিয়ার করে আগামী নির্বাচনে ঝাঁপাচ্ছে তৃণমূল। বড় হাতিয়ার পরমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমস্ত জনকল্যাণমূলক সামাজিক প্রকল্প, নাগরিক মতিবা। আর তা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে দলনেত্রী আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছেন আড়াইশো। আর সেই লক্ষ্যপূরের জন্য সংগঠনে প্রয়োজনীয় রদবদলও করতে চান নেত্রী। ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে এনিমেষ মমতা বৈঠকে বসতে পারেন, সেই জল্পনা ছিল। এবার দিনক্ষণ জানা গেল। মনে করা হচ্ছে, নেতাজি ইন্ডারের বৈঠকে দলীয় নীতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুশাসনের সঙ্গে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলায় দলকে বেঁধে জনসংযোগ আরও বাড়ানো নতুন নতুন কর্মসূচি স্থির করে দিতে পারেন তিনি। সেক্ষেত্রে অবশ্যই জোর দেওয়া হবে একের পর এক সামাজিক-অর্থনীতির চেষ্টার বদলে দেওয়া সরকারি প্রকল্পের প্রচার, পরিষেবা, তার সঙ্গে উন্নত ও ততোধিক মজবুত সংগঠন তৈরির কৌশল, যা দিয়ে তিনি ২৬-এর বিধানসভায় রেকর্ড ভোটে জয়ের ক্ষেত্রে প্রস্তুত হতে পারে। তাই সাতাশের বৈঠকের দিকে নজর থাকবে রাজনৈতিক মহলের। বিশেষত দলে কী রদবদল ঘটানেন সুপ্রিমো, সেদিকে।

## সভাপতিদের তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই ‘কোন্দল’ পদ্ম শিবিরে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বারুড়া জেলার বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক অঞ্চলের বিজেপি মণ্ডল সভাপতিদের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এর পর থেকেই শুরু হয়েছে তীব্র অস্বস্তি। দলের বিভিন্ন গোষ্ঠীকোন্দল এবং অসন্তোষের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। মণ্ডল সভাপতিদের বদলির এই সিদ্ধান্তে দলের একাংশ ক্ষুব্ধ হয়ে ফেসবুকে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করতে শুরু করেছে। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার ১৮টি মণ্ডলের মণ্ডল সভাপতির নাম প্রকাশের পর থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কিছু মণ্ডলে পুরনো সভাপতিদের পুনরায় দায়িত্ব দেওয়া হলেও বেশ কিছু মণ্ডলে নতুন সভাপতি নিয়োগ করা হয়। যদিও এটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। অনেকেই অভিযোগ করেছেন, এই পরিবর্তনগুলি স্বজনপোষণ এবং দল বিরোধী কর্মকাণ্ডের কারণে হয়েছে। ফেসবুকে একের পর এক পোস্ট দিয়ে দলের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন নেতা-কর্মীরা। এমন পরিস্থিতিতে গেরুয়া শিবিরে অস্বস্তি সৃষ্টি হয়েছে। দলের নেতারা যখন পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যস্ত, তখন ঘাসফুল শিবির বিষয়টিকে কটাক্ষ করে। তাদের মতে, বিজেপির মধ্যে এই গোষ্ঠীকোন্দল এবং কর্মী অসন্তোষ একটি স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের দাবি, নীতিহীন দল হওয়ায় এমন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির একাংশের দাবি, জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের একাংশ দলীয় কর্মীদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করছে, যা দলের অস্তিত্বকে বিপন্ন করতে পারে। এসব অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। একইসঙ্গে দলের শীর্ষ নেতৃত্বও এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় আরও বেশি সংকটে পড়েছে। তৃণমূলের দাবি, এই ধরনের গোষ্ঠীকোন্দল বিজেপির নৈতিক সংকটের প্রমাণ। তাদের বক্তব্য, ‘ শুধু ক্ষমতায় থাকতে চায়, কিন্তু দলীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বার্থ হচ্ছে।’ তাদের মতে, এমন ধরনের অস্থিরতা ও অস্বস্তি আগামীদিনে বিজেপির জন্য বিপদ হতে পারে। গেরুয়া শিবিরের কিছু নেতা-কার্যকর্তা দাবি করেছেন, বৃহত্তর দলের মধ্যে কিছুটা এই ধরনের সমস্যা হতে পারে। তারা আশা করছেন, পরিস্থিতি দ্রুত সমাধান হবে। তাদের বক্তব্য, এটি একটি সাময়িক সমস্যা, যা সমাধান করা সম্ভব। তবে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এই বিষয়ে কী পদক্ষেপ নেবে, তা সময়েই বলে দেবে। একদিকে দলের অন্দরেই গোষ্ঠীকোন্দল এবং কর্মী অসন্তোষের জেরে বিজেপির পরিস্থিতি অনেকটা সংকটময় হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস এটিকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। সমগ্র ঘটনা সামনে আসার পর, বিষয়টি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে কারণ এটি বিজেপির সংগঠন এবং নেতৃত্বের মধ্যে অস্থিরতার সংকেত দিচ্ছে। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির ভবিষ্যত কী হবে, তা নির্ভর করছে দলের নেতৃত্বের উপর। তবে দলীয় সদস্যদের মধ্যে এমন ধরনের অসন্তোষ এবং খোলাখুলি ক্ষোভ প্রকাশ পাওয়াটা তাদের জন্য বড় সংকেত হতে পারে।

## শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়াবেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অতিশী মারলেনা

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : কিছুদিন আগেও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি। তবে তাগের পরিস্থিতি মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে এবার বিরোধী



দলনেতার পদে বসলেন অতিশী মারলেনা। আগের বিধায়ক দলের বৈঠকের পর বিরোধী দলনেতার পদে অতিশী নামেই সিলমোহর দেন অপের আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালা। ফলে দিল্লি বিধানসভায় এবার শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়াবেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। নয়া সরকার গঠনের পর

কেজরিওয়ালা বৈঠক শেষেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিধানসভায় বিরোধী দলনেত্রীর পদে বসবেন অতিশী মারলেনা। গুরুত্বপূর্ণ এই পদে নির্বাচিত হওয়ার পর কেজরিওয়ালকে ধন্যবাদ জানান অতিশী। তিনি বলেন, আমাকে এই গুরুদায়িত্ব দেওয়ার জন্য অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

রাজ্যের মানুষ আমাদের বিরোধী আসন সামলানোর দায়িত্ব দিয়েছেন, আপ দেখিয়ে দেবে আমরা বিরোধী দলের দায়িত্ব পালনের কতখানি শক্তিশালী। কটন সময়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আমি দিল্লির মানুষের সেবা করেছি। এবার বিরোধী নেত্রীর দায়িত্বও সফলভাবে পালন করব। উল্লেখ্য, সদ্য শেষ হওয়া দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে এবার বিজেপির কোন কোন অংশ দুর্দমাপ্রবণ জানে না কলকাতা পুরসভা। তেমনই অজানা কলকাতা পুরসভার কাছেও। তাই উল্টোটা থেকে কামালগাজি এলাকা পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তার ব্ল্যাক স্পট



চান। বাইপাস। এই বাইপাস যতটা বস্তু, টিক ততটাই দুর্ঘটনাপ্রবণ। গোটা বাইপাস কলকাতা পুরসভার নিয়ন্ত্রণে। তৈরি করেছিল পুরসভার রোড বিভাগ। কিন্তু এত ব্যস্ত রাস্তার কোন কোন অংশ দুর্ঘটনাপ্রবণ জানে না কলকাতা পুরসভা। তেমনই অজানা কলকাতা পুরসভার কাছেও। তাই উল্টোটা থেকে কামালগাজি এলাকা পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তার ব্ল্যাক স্পট

## মমতা-চিকিৎসক মুখোমুখি আজ সভায় থাকবেন অভয়া মঞ্চের সিংহভাগ সদস্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : চিকিৎসকদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর মুখোমুখি আলোচনা সোমবার। সূত্রের খবর, উপস্থিত থাকবেন ‘অভয়া মঞ্চ’, জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ উক্টরসের সিংহভাগ সদস্য। গত বছরের আগস্টে আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের ঘটনার পর তৈরি হয়েছিল অভয়া মঞ্চ। সোমবার আলিপুরের ধনধান্য অভিটোরিয়ামে ‘উক্টরস কনভেনশনে’ থাকার কথা সেই মঞ্চের অনেকে।

অভয়া মঞ্চের হাতেগোনা কয়েকজন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগলেও সিংহভাগ চিকিৎসক শনিবার জানিয়ে দিয়েছেন, তারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় হাজির থাকতে চান। চিকিৎসকদের বক্তব্য, এটা সরকারি অনুষ্ঠান। উনি আমাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, অবশ্যই উপস্থিত থাকব। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে চিকিৎসকদের এই কনভেনশনের উদ্যোক্তা রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ সেল। তিন হাজারের বেশি সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল গুলির চিকিৎসক ও পড়ুয়ারা থাকবেন সেখানে। রাজ্যে এমন

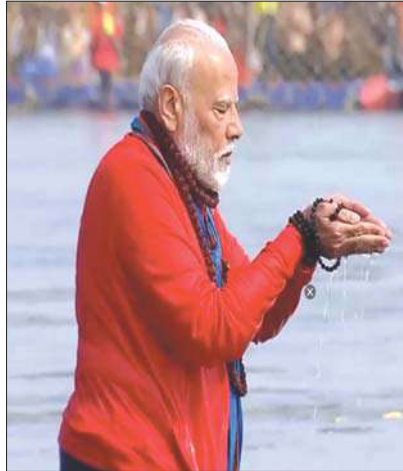
স্বাস্থ্য কনভেনশন নজিরবিহীন। এদিকে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিয়ে কড়াকড়ি শুরু হয়েছে। এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে চালু বসেছে



কিউআর কোড যুক্ত সচিত্র পরিচয়পত্র। এতদিন ডাক্তারদের হাসপাতালে হাভিরা খাতায় সহি করলেই হত। নয়া মেশিনে ডাক্তাররা কিউআর কোড যুক্ত সচিত্র পরিচয়পত্র ধরলে স্ক্যান হয়ে যাবে। মেশিন মিলিয়ে দেখবে চোখের মণি। উল্লেখ্য, সম্প্রতি মেদিনীপুর

## মহাকুস্তের ‘নিন্দুকদের’ একহাত নিলেন মোদি

প্রয়াগরাজ, ২৩ ফেব্রুয়ারি : ক্রীতদাসের মতো মানসিকতা থেকেই মহাকুস্তের নিন্দা! মহাকুস্ত নিয়ে মুখর নেতাদের তীব্র আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার মধ্যপ্রদেশের সাত্তারপুরের এক সভায় প্রধানমন্ত্রী বললেন, যারা হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত হানছে, তারা বহু শতাব্দী ধরে ক্রীতদাসের মানসিকতায় আটকে। সম্প্রতি



কুস্তমেলায় অব্যবস্থার একাধিক অভিযোগ উঠেছে। পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা, একাধিক অগ্নিকাণ্ড, ট্রাফিক জ্যাম, ট্রেনে অস্বাভাবিক ভি। এমনকী নয়াদিল্লি স্টেশনে পদপিষ্ট হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবেই সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে একের পর এক প্রশ্নে বিদ্ধ হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ এবং কেন্দ্র সরকার। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রাহুল গান্ধী, অখিলেশ যাদব, সকলেই কুস্তের ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এবার একযোগে সবাইকে নিশানা করলেন মোদি। সাত্তারপুরের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বললেন, আজকাল দেখা যায় একদল নেতা আমাদের ধর্ম নিয়ে হাসিটাটা করছে, অসম্মান করছে। এরা মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করতে চাইছে। বহু বিদেশি শক্তি এদের মদত নিচ্ছে। এই বিদেশি শক্তিগুলিই চায় আমাদের দেশ ও ধর্মকে দুর্বল করতে। প্রধানমন্ত্রী বললেন, যারা হিন্দু ধর্মকে ঘৃণা করে, তাঁরা কয়েক শতাব্দী ধরে একই মানসিকতায় পড়ে রয়েছেন। ক্রীতদাসের মতো মানসিকতা থেকে এরা বছরের পর বছর ধরে আমাদের ধর্মকে, আমাদের ধর্মবিশ্বাসকে, আমাদের মন্দির, সংস্কৃতি, নীতি-আদর্শ সবকিছুকে আক্রমণ করে চলেছে। প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, বিদেশি শক্তির মদতে হিন্দু ধর্মকে আক্রমণের দুঃসাহস দেখায় বিরোধী শিবির। বস্তুত, কুস্তের যারা সমালোচনা করছে, বা কুস্তের ব্যবস্থাপনা নিয়ে যারা প্রশ্ন তুলছেন, তাঁদের হিন্দু বিরোধী বলে সুকৌশলে প্রচার করার চেষ্টা করছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও খোলাখুলিই কুস্তের নিঃদূকদের ‘হিন্দু বিরোধী’ বলে দেগে দিলেন।

## গুণমান পরীক্ষায় ডাহা ফেল ৪৮টি ওষুধ! কেন্দ্রীয় সংস্থার রিপোর্টে উদ্বেগ

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : অ্যাসিডিটি, কোলেস্টেরল ও ডায়াবেটিসের মতো রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাজারে যে ওষুধ বিকোচ্ছে তা কি আদৌ নিরাপদ? সেই প্রশ্নই এবার তুলে দিল খোদ কেন্দ্রীয় সংস্থা সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন-র রিপোর্ট। ওষুধের গুণগত মানের পরীক্ষার পর রীতিমতো সতর্কতা জারি করে জানানো হয়েছে, অ্যাসিডিটি, কোলেস্টেরল ও ডায়াবেটিসের ৮৪টি ওষুধ বিপজ্জনক। বিভিন্ন রোগের মোকাবিলায় বাজারে যে সব ওষুধ বিক্রি করা হয় নিয়মিত তার পরীক্ষা চালায় কেন্দ্রীয় সংস্থা সিডিএসসিও-এর। গত বছরের ডিসেম্বর মাসে তাদের শেষ রিপোর্ট প্রকাশ্যে এসেছে। যেখানে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, অ্যাসিডিটি, কোলেস্টেরল, ডায়াবেটিস ও জিব্রান ঘটিত রোগের মোকাবিলায় বাজারে বিক্রি হওয়া ৮৪টি ওষুধ নিরাপদ নয়। এই ওষুধগুলির গুণগত মান অত্যন্ত খারাপ। যা রোগীদের স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক। এই ওষুধগুলি দ্রুত বাজার থেকে তুলে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, এই ওষুধ রপ্তানি করা যাবে না বলেও জানিয়েছে সিডিএসসিও। যদিও এই ৮৪টি ওষুধের তালিকায় ঠিক কোন কোন সংস্থার ওষুধ রয়েছে তা স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে সিডিএসসিও-র গুণগত মানের পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিল ৫৩টি ওষুধ। যেখানে প্যারাসিটামল ছাড়াও ছিল ক্ল্যানডিন ৬২৫-এর মতো বহু পরিচিত আন্টিবায়োটিক এবং প্যান-ডির মতো বহুল ব্যবহৃত হজমের ওষুধও। ক্যালশিয়াম এবং ডিটামিন ডি থ্রি সাল্পিমেট, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার ওষুধ থেকে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার ওষুধও ছিল বিপজ্জনক তালিকায়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, বহুল জনপ্রিয় সব ওষুধ যদি গুণগত মানের পরীক্ষায় ব্যর্থ হয় তাহলে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ঠিক কতখানি নিরাপদ?



## আমার কাছে বিকল্প আছে, কংগ্রেসে ‘বিরহ’ পর্বের মাঝেই বিস্ফোরক শশী

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : কংগ্রেসের সঙ্গে বিরহ পর্বের মাঝেই এবার বিস্ফোরক তিরুবন্তপুরমের কংগ্রেস সাংসদ শশী থাকুর। দলে ক্রমশ তাঁকে কোণঠাসা করা হচ্ছে এমন ইঙ্গিত দিয়েই এবার স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, দল যদি তাঁকে ব্যবহার করতে না চায়, তবে তাঁর কাছে বিকল্প রয়েছে। একইসঙ্গে এগ্ন হ্যাভেলে তাঁর বার্তা, ‘যেখানে অজ্ঞতা সুখ, সেখানে জ্ঞানী হওয়া বোকামি।’ কেরলের তিরুবন্তপুরম কেন্দ্রের চারবাসের সাংসদ শশী থাকুর কংগ্রেসের শীর্ষ স্থানীয় বরিশ্ত নেতা। তবে গত বছর থেকেই দলের সঙ্গে সংঘাত শুরু হয়েছে তাঁর। বার বার দলের নেতৃত্বের (বলা ভালো, গান্ধী পরিবারের) বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন তিনি। কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে গান্ধী পরিবারের পছন্দের প্রার্থী মল্লিকার্জুন খাডগের বিরুদ্ধে প্রার্থীও হন তিনি। শশীর এহেন ভূমিকা ভালো চোখে দেখেনি গান্ধী পরিবার। অভিযোগ, এর পর

থেকেই দলের নিষ্ক্রিয় তালিকায় ফেলে রাখা হয়েছিল শশীকে। সম্প্রতি এই ইস্যুতে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন শশী। সেখানে তিনি রাহুলের কাছে আর্জি জানান দলে তাঁর ভূমিকা কী হবে তা স্পষ্ট করে দেওয়ার জন্য। তবে অভিযোগ, রাহুল গান্ধী তার এই আর্জিকে কোনও গুরুত্ব দেননি। ফলে কোণঠাসা শশী এবার বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন দলের বিরুদ্ধে। দলের বিরুদ্ধে কার্যত তোপ দেগে শশী বলেন, তিরুবন্তপুরম থেকে চতুর্থবার সাংসদ হিসেবে আমায় বেছে নিয়েছেন মানুষ। যার অর্থ এটিই দেশের উন্নতি ও স্বতন্ত্রতাবৎ আমার বিচারধারা প্রকাশ করার সাহসিকতা মানুষ পছন্দ করেন। দলে আমার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে

কংগ্রেস যদি মনে করে আমার পরিষেবা দলের প্রয়োজন নেই তাহলে আমার কাছে অন্য বিকল্প রয়েছে। শুধু তাই নয়, সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে



শশী আরও বলেন, দলের অংদরে নেতৃত্বের বিরতি সমস্যা রয়েছে। যদি কংগ্রেস তার সীমিত ভোটব্যাঙ্ককে হাতিয়ার করে কাজ চালিয়ে যায়, তাহলে কেরলে তত্ত্বাবধায়ও বিরোধী আসনে বসার লড়াই করতে দল। জাতীয় ও রাজ্যস্তরে কংগ্রেসকে

আরও কাজ করতে হবে। নির্ধারিত ভোটব্যাঙ্ককে হাতিয়ার করে কখনও সরকারে আসা যায় না। তবে শশীর ‘ বার্তায় ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হয়েছে জাতীয় রাজনীতিতে। বিকল্প বলতে কী কংগ্রেস ছেড়ে অন্য দল গঠনের পথে হাটতে পারেন শশী থাকুর তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। এছাড়া আরও একটি চিরাচরিত বিকল্প হল বিজেপিতে যোগ। সে সম্ভাবনাও একেবারে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শশীকে যতখানি আক্রমণাত্মক তথ্য গিয়েছে বিজেপির বিরুদ্ধে দতো দেখা যায়নি। বরং সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমেরিকা সফরের প্রসংসা করেছেন তিনি। তিনি বলেন, একজন ভারতীয় হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর এই সফরকে আমি স্বাগত জানাব। পাশাপাশি বলেন, ‘ যখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তখন তার প্রশংসা করা উচিত। তা সে ক্ষমতায় যেই দলই থাকুক না

## এনএলইউ-এর সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা



যোধপুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি : রবিবার এক দিনের সফরে যোধপুরে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা। তিনি এদিন ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটির (এনএলইউ) ১৭তম সমাবর্তনে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে উপস্থিত বলে জানা গেছে। এদিন সকালে জয়পুর বিমানবন্দর থেকে যোধপুর বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। এরপর তিনি যোধপুর বিমানবন্দর থেকে জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেনো। বিকেলে অনুষ্ঠানস্থল থেকে রওনা হয়ে যোধপুর বিমানবন্দরে পৌঁছাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে বিশেষ বিমানে জয়পুর ফিরে যাবেন তিনি।

## মাতৃভাষায় সকলের মতবিনিময় করা উচিতঃ ডা. মোহন ভাগবত

গুয়াহাটি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : মাতৃভাষায় সকলের মতবিনিময় করা উচিত, গুয়াহাটিতে এক সমাবেশে বলেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংখের সরসংঘচালক ডা. মোহন ভাগবত। আজ রবিবার সকাল সাতটায় সাউকুচিতে সাউথ পয়েন্ট হাইস্কুল চত্বরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর গুয়াহাটি মহানগরের উদ্যোগে আয়োজিত কার্যক্রম বৈদিক বর্গে বক্তব্য পেশ করছিলেন সংখের সরসংঘচালক ডা. মোহন ভাগবত। বৈদিক সমারোহে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে সরসংঘচালক ডা. ভাগবত বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংখের জন্ম অন্য সংগঠনের মতো হয়নি। সনাতন সংস্কৃতি রক্ষা এবং রাষ্ট্রের কল্যাণে তন-মন-ধন উজ্জার করে দিয়ে সেবারত্রে এগিয়ে আসা স্বয়ংসেবকদের সংগঠন। যে কোনও পরিবেশ পরিস্থিতির মোকাবিলায় স্বয়ংসেবকরা যাপিয়ে পড়েন, এটাই সংঘ তথা স্বয়ংসেবকদের বিশেষত্ব, বলেছেন ডা. ভাগবত। বলেন, স্বয়ংসেবকরা সমাজের কল্যাণে ঘটক হিসেবে কাজ করেন।

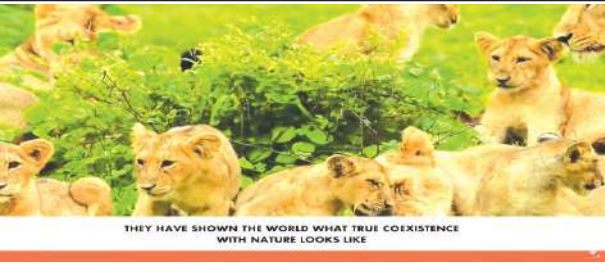
ব্যাপাণ্ডায় অবস্থিত সাউথ পয়েন্ট স্কুল চত্বরে অনুষ্ঠিত আজকের বৌদ্ধিক কার্যক্রমে গুয়াহাটি মহানগরের শাখা টোলি এবং সহস্রাধিক কার্যকতার উপস্থিতিতে সংখের সরসংঘচালক ডা. মোহন ভাগবত সমাজে প্রয়োজনীয় পঞ্চ পরিবর্তন অর্থাৎ সামাজিক সমরসতা, কুটুম্ব প্রবোধন, পারস্পরিক সংরক্ষণ, স্বদেশপী আচরণ এবং নাগরিক কর্তব্যের বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। বলেন, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন জাতি-জনজাতির মধ্যে সামাজিক সদভাবনা, নিজেদের কুটুম্বের মধ্যে কুটুম্ব প্রবোধনের মঙ্গল সংক্রান্ত সংবোধি আমাদের সমাজকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

## নগরকুরনুলে সুডঙ্গের ভিতরে এখনও আটকে ১০ শ্রমিক, চলছে উদ্ধারকাজ

নগরকুরনুল, ২৩ ফেব্রুয়ারি : তেলেঙ্গানার নগরকুরনুলে ছড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল শ্রীশৈলম লেকট ব্যাঙ্ক ক্যানাল (এসএলবিসি) সুাঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশ। ওই ভেঙে পড়া অংশে অন্তত ১০ জন শ্রমিক এখনও আটকে রয়েছেন। উদ্ধারকারী দলগুলি চলিতে যেতে পারছে না, আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারের জন্য সমস্ত ধরনের চেষ্টা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, শনিবার ডোমালপেণ্টর কাছে এসএলবিসি সুডঙ্গের একটি অংশ ভেঙে পড়ে।এসএলবিসি সুাঙ্গের উদ্ধার অভিযান একটি কঠিন কাজ হয়ে উঠছে, কারণ টানেলটি এই মুহুর্তে জলে ভরা। উদ্ধারকাজ শুরু করার জন্য প্রথমে জল বের করতে হবে বলে জানিয়েছেন উদ্ধারকারীরা। এনডিআরএফ-এর ডেপুটি কমান্ডার সুনীলবাবু বলেছেন, শনিবার রাত ১০টা নাগাদ আমরা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে সুডঙ্গের ভেতরে যাই। টানেলের ভিতরে ১৩ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে, আমরা এই লোকোমোটিভে ১১ কিমি এবং বাকি ২ কিমি, আমরা কনভেয়র বেল্টে কভার করেছি। ধ্বংসপ্রশেষে ভরা

## দেশে বাঘ, চিতা ও সিংহের সংখ্যা বাড়ছে, মন কি বাতে বললেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : দেশে বাঘ, চিতা ও সিংহের সংখ্যা বাড়ছে, রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, নিবেদিতপ্রাণ প্রচেষ্টার কারণে, গত কয়েক বছরে ভারতে বাঘ, চিতাবাঘ, এশিয়াটিক সিংহ, গন্ডার এবং হরিণের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১১৯-তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কর্ণাটকের বিসারটি টাইগার রিজার্ভে, বাঘের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। বেশির ভাগ কৃতিত্ব সোলিগা উপজাতিদের, যারা বাঘের পূজা করেন। তাদের জন্য এই অঞ্চলে মানুষ-প্রাণীর দ্বন্দ্ব প্রায় নেই বলেইই চলে। একই ভাবে, গুজরাটে, স্থানীয় জনগণ গির-এ এশিয়াটিক সিংহদের রক্ষা ও



সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই নিবেদিতপ্রাণ প্রচেষ্টার কারণে, গত কয়েক বছরে বাঘ, চিতাবাঘ, এশিয়াটিক সিংহ, গন্ডার এবং হরিণের সংখ্যা উল্লেখ যোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে উত্তরাখণ্ড এখন দেশের শক্তিশালী ক্রীড়া শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১১৯-তম পর্বে

# সিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মূল ষড়যন্ত্রকারী এবং চক্রান্তকারী, মূল হোতা হলো আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইল

ইরান,২৩ ফেব্রুয়ারিঃইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেছেনঃসিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মূল ষড়যন্ত্রকারী এবং চক্রান্তকারী, মূল হোতা হলো আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইল। চক্রান্তের প্রধান কমান্ড রুম আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইলের রয়েছে।এইসব ঘটনা নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি যে তাদের হাতে সে সম্পর্কে আমাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে।এসব প্রমাণ নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।তাসানিমি নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, আজ (গত ১১ ডিসেম্বর বুধবার) ইমাম খোমেনি হোসাইনিমায় ইসলামি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা। আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ীর সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্তরের হাজার হাজার মানুষ সাক্ষাৎ করেছেন।এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সিরিয়ায় যা ঘটছে তা আমেরিকা ও ইসরাইলের যৌথ পরিকল্পনার ফসল। হ্যাঁ, সিরিয়ার একটি প্রতিবেশী সরকারকে জয়ান্দিয়ায় একটি সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করেছে এবং করে যাচ্ছে-সবাই তা দেখছে।কিন্তু চক্রান্তেদেহে মূল ষড়যন্ত্রকারী এবং চক্রান্তকারী আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইল।তিনি সিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সাথে ইহুদিবারা ও আমেরিকার আচরণকে এর অন্যতম প্রমাণ হিসেবে অভিহিত করে বলেনঃ তারা যদি সিরিয়ার ঘটনার মূল হোতা না হয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্য দেশের মত তারা কেন নীরব থাকল না? কেন তারা শত শত স্থাপনা, বিভিন্ন কেন্দ্রের অবকাঠামো, বিমানবন্দর, গবেষণা কেন্দ্র, বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বোমাবর্ষণ করার মতো অঘাচিত হস্তক্ষেপ করলো?ঘটনার প্রথম

দু’য়েক দিনেই সিরিয়ার ৭৫টি পয়েন্টে হামলার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেছে আমেরিকা। বিপ্লবের নেতা এ প্রসঙ্গে বলেনঃ তাদের পাশাপাশি ইহুদিবাদীরাও সিরিয়ার ভূমি দখল করে তাদের চ্যাক নিয়ে দানেকের কাছাকাছি চলে এসেছে। যেই আমেরিকা অন্যান্য দেশের ছোটখাটো সীমান্ত লঙ্ঘনের ঘটনায় অনেক বেশি সংবেদনশীলতা দেখায়, তারা একটি প্রতিবাদও ত্যা করলো না, উল্টো বরং তারা সাহায্য করেছে।তো, সিরিয়ার এই ঘটনায় কি প্রমাণ হয় না যে এইসব দুর্বৃত্তির পেছনে তাদের হাত রয়েছে?হাজারত অয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী সিরিয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইহুদিবাদীদের জড়িত থাকার আরেকটি প্রমাণ ব্যাখ্যা করে বলেনঃ শেষের দিনগুলোতে সিরিয়ার একটি অঞ্চলের জনগণের জন্য-বিশেষ করে জয়ান্দিয়ায়-এলাকার জন্য কিছু সাহায্য ও ত্রাণ পাঠানোর কথা ছিল।কিন্তু ইহুদিবাদীরা সমস্ত স্থলপথ এবং বিমানপথ বন্ধ করে দেয়। আমেরিকা এবং ইহুদিবাদীরা ওই সাহায্যগুলোকে ফ্লাইটের মাধ্যমেও আকাশপথে স্থানান্তর করতে সেনাে না। যদি তারা সিরিয়ার ঘটনার নেপথ্যে না থাকেন তাহলে কেন সন্ত্রাসী বা সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, তাহলে তারা সিরিয়ার জনগণকে সাহায্য করা বন্ধ করুক কেন?সর্বোচ্চ নেতা বলেনঃপ্রতিরোধ ফ্রন্টের বেশিটা হলঃযত বেশি ধাক্কা দেবেন, তত তারা শক্তিশালী হবে। যত বেশি অপরাধযুক্ত চালাবেন, তত বেশি উদামী হবে। আপনি তাদের সাথে যত বেশি লড়াই

করবেন, তত বেশি তারা বিস্তৃত হবে। আমি আপনাদের বলতে চাই, মহান আল্লাহর ইচ্ছায় প্রতিরোধ ফ্রন্টের পরিধি গোটা পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলকে আগের চেয়ে বেশি আওষ্টপে বেঁধে ফেলবে। এই পুরো অঞ্চলে প্রতিরোধ ফ্রন্ট আগের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী হবে।প্রতিরোধের অর্থ সম্পর্কে যার বিস্ফুটাত্র ধারণা নেই, তারা মনে মনে ভাবে, যখন প্রতিরোধ ফ্রন্ট দুর্বল হয়ে পড়ছে, তখন ইসলামিরাই দুর্বল হয়ে পড়বে। আমি আপনাদের দাতার সঙ্গে জানাতে চাই, সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছায়, ইরান অনেক শক্তিশালী এবং সামনের দিকে আরো বেশি শক্তিশালী হবে ইনশাআল্লাহ।অশ্যা যেসব আগ্রাসীর কথা উল্লেখ করলাম তাদের প্রত্যেকেরই একটি উদ্দেশ্য আছে। তাদের লক্ষ্য ভিন্ন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সিরিয়ার উত্তর বা সিরিয়ার দক্ষিণ থেকে ভূমি দখল করতে চাচ্ছে, আমেরিকা এ অঞ্চলে তাদের অবস্থান মজবুত করতে চাচ্ছে,এগুলোই তাদের লক্ষ্য। সন্ধ্যমতো দেখা যাবে তাদের এইসব লক্ষ্যের কোনোটাই অর্জিত হবে না ইনশাআল্লাহ। সিরিয়ার দখলকৃত এলাকা মুক্ত হবে উদমী সিরিয়ান যুবকদের মাধ্যমে এটা যে ঘটিবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমেরিকার অবস্থানও মজবুত হবে না, আল্লাহর রহমতে, আমেরিকাকেও প্রতিরোধ ফ্রন্টের মাধ্যমে এ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করা হবে।তিনি গত ১৪ মাসের চাপে হিজবুল্লাহ, হামাস, ইসলামি ফ্রিহাদ এবং অন্যান্য ফিলিস্তিনি বাহিনী শক্তিশালী হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন। এই শক্তিশালী হবার ঘটনাকে সত্যের চিহ্ন হিসেবে

শ্রেষ্ঠত্বের সংস্কৃতিকেও প্রচার করে। এই গেমগুলিতে সর্বাধিক স্বর্ণপদক জেতার জন্য সার্বিসেস দলকে আমার অভিনন্দন।অন্যদিকে এই বছর একেবারে নতুন আঙ্গিকে দেখা গিয়েছে পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠান। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে পরীক্ষা পে চর্চা সম্পর্কে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেছেন, প্রতি বছর ‘পে চর্চা’ চলাকালীন, আমরা আমাদের পরীক্ষা যোদ্ধাদের সঙ্গে পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। আমি খুশি যে, এই উদ্যোগটি এখন আরও প্রাতিষ্ঠা নিকীকরণ করা হচ্ছে। অনেক নতুন বিশেষজ্ঞও এতে যোগ দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, এই বছর, আমরা ‘পরীক্ষা পে চর্চা’-তে একটি নতুন ফর্ম্যাট চালু করেছি।

## পরীক্ষা পে চর্চা উদ্যোগকে এখন আরও প্রাতিষ্ঠানিক করা হচ্ছেঃপ্রধানমন্ত্রী



নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : এই বছর একেবারে নতুন আঙ্গিকে দেখা গিয়েছে পরীক্ষা পে চর্চা অনুষ্ঠান। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে পরীক্ষা পে চর্চা সম্পর্কে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেছেন, প্রতি বছর ‘পে চর্চা’ চলাকালীন, আমরা আমাদের পরীক্ষা যোদ্ধাদের সঙ্গে পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করি। আমি খুশি যে, এই উদ্যোগটি এখন আরও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হচ্ছে। অনেক নতুন বিশেষজ্ঞও এতে যোগ দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, এই বছর, আমরা ‘পরীক্ষা পে চর্চা’-তে একটি নতুন ফর্ম্যাট চালু করেছি। আমরা বিশেষজ্ঞদের সমন্বিত আটটি ভিন্ন পর্ব অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমরা সামগ্রিক পরীক্ষার প্রস্তুতি থেকে স্বাস্থ্যসেবা, মানসিক সুস্থতা এবং পুষ্টি পর্যন্ত বিস্তৃত বিষয় কভার করেছি।

## অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ রেখা গুপ্তার, শুভেচ্ছা জানানেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী



নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। রবিবার দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষা করেছেন রেখা গুপ্তা। দু’জনের মধ্যে বেশ কিছু সময় কথাও হয়েছে। পরে রেখা গুপ্তাকে অভিনন্দন জানিয়ে অমিত শাহ তাঁর এজ্ঞ হ্যান্ডলে লিখেছেন, আজ আমি দিল্লির নবনির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তাকে অভিনন্দন জানিয়েছি এবং তাঁর নতুন দায়িত্বের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্ব এবং জটিলব্যায়মূলক নীতিতে দিল্লির জনগণ যে আশা দেখিয়েছে তা অক্ষুণ্ন রেখে, মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আপনার কার্যকাল অবশ্যই দিল্লিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে এবং জনগণের সমস্ত আশা-আকাঙ্খা পূরণ করবে।

## কলকাতা হাইকোর্টের সেক্যুসেটেটোরি বিল্ডিংয়ের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল নাটক সুখের পায়রা



দূরন্ত বার্তা, ২৩ফেব্রুয়ারিঃ গত শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের সেক্যুসেটে নারি বিল্ডিংয়ের অডিটোরিয়ামে(নবতলা) কলকাতা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন ড্রামেটিক সোসাইটির পরিচালনায় ৮০ তম বর্ষ কালোচাল প্রোগ্রাম সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। প্রদীপ উজ্জ্বলনের মাধ্যমে শুভ সূচনা করেন কলকাতা হাইকোর্টের সম্মানীয় প্রধান বিচারপতি টি.এস.শিবকুমারনান, সঙ্গে ছিলেন এবং সম্মাননা গ্রহণ করেন সম্মানীয় বিচারপতি সৌমেন সেন, কলকাতা হাইকোর্টের সম্মানীয় অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল অশোক কুমার চক্রবর্তী, সম্মানীয় বিচারপতি জয়লাল বাগচী সহ অন্যান্য বিচারপতিগণ। প্রধান বিচারপতি টি.এস. শিবাজ্ঞাননের বক্তব্য উপস্থিত সকলের হৃদয়গ্রাহি হয়ে ওঠে। অন্যান্য বিচারপতিগন ক্যালকাতা হাইকোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন ড্রামেটিক সোসাইটির পক্ষে প্রশংসনীয় বক্তব্য রাখেন যা মানুষের মনে রেখাপাত করে। এদিন সম্মাননা প্রদানের পূর্বে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশিত হয়। খুব সুন্দর সংগীত পরিবেশন করে সকলকে তাক লাগিয়ে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের মহিলা অ্যাডভোকেটবৃন্দ। যারা সংগীত পরিবেশন করলেন-তারা হলেন, মন্দিদীপা মুখার্জি, খেয়া নন্দ্বর ও অরিন্জিত দো। কলকাতা বার এসোসিয়েশন ড্রামেটিক সোসাইটির পরিচালনায় এদিন পরিচালক কমলেশ ভট্টাচার্যের নাটক সুখের পায়রা মঞ্চস্থ হয় এবং সেই নাটক সুখের পায়রা দিল্লিকে প্রতিটি দর্শকের মন কেড়ে নেয় ও নাট্যমণীদের মনে খুব ভালো সাড়া জাগায়।

### সোদপুরে শ্রীশ্রী রাম ঠাকুরের আশ্রমের নাম সংকীর্তনে যোগ দিলেন পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ



দূরন্ত বার্তা,২৩ফেব্রুয়ারিঃ সোদপুরে শ্রীশ্রী রাম ঠাকুরের আশ্রমে ও শ্রীশ্রী ঠাকুরের স্মরণে নাম সংকীর্তন এবং নিষ্ঠা সহকারে পূজা-পাঠ সাড়ম্বরে পালিত হলো হাজার হাজার ভক্তদের অংশগ্রহণে ও বিশেষ বিশেষ অতিথিদের উপস্থিতিতে। এই দিনের এই মহতী আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান প্রাপ্তদে তথা শ্রীশ্রী রাম ঠাকুরের আশ্রম প্রাক্কণের নাট মন্দিরে নাম সংকীর্তন অনুষ্ঠানের মধ্যেই উপস্থিত হয়েছিলেন পানিহাটির বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ মহাশয়। তিনি সেখানে গিয়ে মন্দিরের দেব দেবতা ও শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর কে প্রণাম করেন এবং ঠাকুরের আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য। তিনি নাম সংকীর্তন অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে বসে তাদেরকে প্রণাম জানান এবং সকলের জন্য ভালো থাকার কামনা করেন।

## দূরন্ত বার্তা

## মহাকুন্তে পুণ্যন্নান উত্তর প্রদেশের খাদ্য প্রতিমন্ত্রী সতীশ শর্মা



প্রয়াগরাজ, ২৩ ফেব্রুয়ারি : মহাকুন্তে পুণ্যন্নান উত্তর প্রদেশের খাদ্য প্রতিমন্ত্রী সতীশ শর্মা। রবিবার তিনি ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যন্নান করেন।তিনি এদিন পুণ্যন্নানের পর বলেন, রবিবার প্রয়াগরাজ মহাকুন্তে পরিবারের পুণ্যন্নান করার সৌভাগ্য হয়েছে। মহাকুন্ত একটি বিশাল, ঐশ্বরিক এবং সামাজিক সম্প্রীতির প্রতীক। পবিত্র মহাকুন্তের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ব আমাদের মহান প্রাচীন ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা লাভ করছে।

## পূর্ণাঙ্গ পণ্ডিতকা

১১ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ২৪ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ৫৬৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ ৫১২৫, সৌরঃ০৫ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ অন্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ৪০ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্র পক্ষ।তিথিঃসমুদ্রী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণধার রাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২.৫ পর্যন্ত পরে বর্ষজ্যোতিষান্ত শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রমিত্যোগদিন ০৭ঃ৪০ঃ০১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ৩৫ থেকে - ০২ঃ ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৬ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪০ পর্যন্ত। কবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য ভাগ কালী)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৬৮১৮ (২৬) ১ পদ রাহুঃ১০০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমঙ্গলের রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুর্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেঘ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বুধ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিমুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ১৩ঃ০৪ পর্যন্ত।

## আবহাওয়া

কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে বাড়ে তাপমাত্রার পাদদ। ফেব্রুয়ারি মাস এখনও শেষ হয়নি, এরই মধ্যে ঊষ হয়ে উঠেছে দক্ষিণবঙ্গ। আগামী কিছু দিন একটু একটু করে তাপমাত্রা বাবে বলে জানিয়েছে আলিপুুর আবহাওয়া দফতর। শীতের আমেজ আর সেভাবে অনুভূত হবে না।বৃথদ্বার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.১ ডিগ্রি বেশি। দু’দিন আগেও যতটুকু শীত অনুভূত হচ্ছিল, বুধবার সকালে আর শীত অনুভূত হবেনা। আলিপুুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দু’দিন তাপমাত্রা বিশেষ হেরফের হবে না। কিছু কিছু জেলায় কৃষাণাও থাকতে পারে।।জ্যোয়ার-সকাল৯ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৬ টা ৫২মিনিট এবং রাত ১ টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১০মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩৪মিনিট





## রায়দীঘিতে তিনটি সমবায় সমিতির ভোটে বিপুল জয় পেল তৃনমূল

**উজ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ** রায়দিঘীতে ৬টি সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিপুল জয় পেল তৃণমূল। জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আবার ৩টি সমবায় সমিতির নির্বাচনে বিপুল জয় পেল তৃণমূল কংগ্রেস। রায়দিঘি বিধানসভার ৬টি সমবায় সমিতির নির্বাচনে ২টিতে বিরোধী শূন্য ও একটিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সমবায় সমিতি নিজেদের দখলে রাখলো। তৃণমূল কংগ্রেস। জয়ের পর উচ্ছ্বাসে মাতেন তৃণমূল কংগ্রেসের কমী সমর্থকেরা। রবিবার রায়দিঘি বিধানসভার ৬টি সমবায় সমিতি রাধাকান্তপুর সমবায় সমিতি, গিলেরছাট ও খাড়ি সমবায় সমিতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়



যেখানে রাধাকান্তপুর সমবায় সমিতির ১০টি আসনেই জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা। আবার খাড়ি সমবায় সমিতির ১৬টি আসনেও জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস শুধুমাত্র গিলের ছাট সমবায় সমিতির ৯টি আসনের মধ্যে ১টি আসন পায় বিরোধীরা। দুটি সমবায় সমিতিতে বিরোধীশূন্য ও একটিতে একক ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়াতে আবার মেখে উচ্ছ্বাসে মাতেন এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের কমী সমর্থকেরা। আর এদিন কর্মীদের সাথে আবার মেখে উৎসবে মাতেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, রায়দিঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা, জেলা পরিষদ সদস্য উদ্দয় হালদার।

## অবৈধ মিনি পেট্রোল পাম্প বন্ধ করলো প্রশাসন

**দেবশ্রী মজুমদার, বোলপুর, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ** অবৈধ মিনি পেট্রোল পাম্প বন্ধ করলো প্রশাসন। পুলিশ অস্থায়ী পেট্রোল পাম্পের এক কর্মচারীকে গ্রেফতার করে। ঘটনার তলন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। অভিযোগ, বোলপুর সংলগ্ন রূপপুর গ্রামে বেআইনি পেট্রোল পাম্প চলছিল প্রায় পাঁচমাস ধরে। এই বেআইনি পেট্রোল পাম্পের জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসনের কাছ থেকে কোনো প্রকারের অনুমতি পত্র ছিল না। কাজী ইকবাল আহমেদ ও নুরুদ্দিনারা জানান, বাড়খণ্ড থেকে তেল কিনে এই ব্যবসা চালাচ্ছিল। এলাকার নেতারা জড়িত। স্থানীয় প্রধান এরিনা খাতুন জানান, কোনো ধরনের অনুমতি পত্র নেওয়া হয়নি পঞ্চায়েত দেওয়া হচ্ছে পেট্রোল থেকে ডিজেল। দোকানের পেছনের অংশে রয়েছে প্লাস্টিকের ট্যাঙ্ক আর সেখানেই মজুদ করা রয়েছে পেট্রোল ডিজেল আর সেখান থেকেই দৈদার বিক্রি করা হচ্ছে। আর এই বেআইনি পেট্রোল পাম্প কি ভাবে করা হল প্রশ্ন করতেই দোকানের কর্মচারী বইক নিয়ে বেনে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পালিয়ে যায়। তবে এই ববর জানাজানি হতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। বন্ধ করে দেওয়া হল বেআইনি ভাবে চলা পেট্রল পাম্প। তবে বয়েসেওড় বিপদের আশঙ্কায় আতঙ্কে রয়েছে স্থানীয় মানুষ জন।

# ‘বিশ্বাসঘাতকদের’ একঘরে করার নিদান তৃণমূল সাংসদের

দূরন্ত বার্তা, বাঁকু ডাঃ দলের ‘বেইমান-বিশ্বাসঘাতকদের প্রকাশ্যে একঘরে করার হুঁশিয়ারি। বিতর্কে বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী শনিবার বিকালে বাঁকুড়ার বিকনা হাইস্কুল মাঠে মহিলা তৃণমূলের একটি সভায় গিয়েছিলেন অরূপ। সেখানেই দলের কর্মীদের উদ্দেশে সাংসদ বলেন, “অনেক বেইমান বিশ্বাসঘাতক আছে। এরা তৃণমূলের ছাত্রার তলায় থেকে ভোটের আগে বিশ্বাসঘাতকতা করে। ভোটের আগে যারা জোড়ামূলের বিরুদ্ধে গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর করেন তাঁদের গ্রামে একঘরে করে দেবেন।” দলের একাংশের প্রচি সাংসদের এমন নিদান নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। প্রসঙ্গত, বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। এখন থেকেই ঘর গোছাতে শুরু করে দিয়েছে সব রাজনৈতিক দল। সলুতে পাকানোর কাজও চলছে পুরোদমে। এরইমধ্যে

## ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে মেলায় যাওয়াই হল কাল!

# নদিয়ায় গ্যাস বেলুন সিলিন্ডার ফেটে মৃত্যু ২২ বছরের যুবতীর

**দূরন্ত বার্তা, কল্যাণী, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ** গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে মৃত্যু হল নদিয়ার এক যুবতীর। শনিবার রাতের ঘটনা। ছেলেকে বাড়িতে ঘুম পাড়িয়ে



মেলায় আত্মীয়দের কাছে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানেই ঘটে যায় এমন দুর্ঘটনা। আপাতত ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পুলিশ। তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃতার নাম মুসকান মণ্ডল। বয়স ২২। নদিয়ার কল্যাণী থানার ঘোড়াগাছা এলাকায় বাড়ি। ঘোড়াগাছা স্কুলের মাঠে মিলন মেলা চলছিল। বাড়িতে শাশুড়ির কাছে একরাত্তিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে রাত ১২টা নাগাদ

## বুক থেকে ছিঁড়ে দিয়েছেন জামা, কাউন্সিলরের যাতা হাল করলেন মহাদেব

**দূরন্ত বার্তা, তমলুক, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ** কলকাতা এবং তার সংলগ্ন জেলাগুলিতে একাধিক বহুতল হলে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। এই আবহের মধ্যে বেআইনি নির্মাণ আটকাতে গিয়ে আক্রান্ত তৃণমূল কাউন্সিলর ও তাঁর ছেলে। জানা যাচ্ছে, পূর্ব মেদিনীপুরের তাম্রলিঙ্গ পৌরসভা এলাকায় ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে সরকারি জায়গা দখল করার অভিযোগা উঠেছিল। বেআইনি নির্মাণটি বানিয়েছিলেন জনৈক মহাদেব মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি। এরপর তাম্রলিঙ্গ পৌরসভা সোয়ারম্যানের নির্দেশে মেনে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অলোক সাঁতরা সহ তাঁর ছেলে ওই এলাকায় যান। এরপর ওই ব্যক্তির দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হন। পরে অভিযুক্ত



ব্যক্তির দ্বারা আক্রান্ত হন কাউন্সিলর ও তাঁর ছেলে। অভিযোগ, বেদম প্রহার করা হয় তাঁদের। এমনকী, দু’জনের জামা কাপড় ছিঁড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে সমগ্র ঘটনা জানিয়ে লিখিতভাবে অভিযোগ জানায় তমলুক থানায়। এবার পুলিশ কী পদক্ষেপ নেয় সেটাই দেখার। অপরাধকে, সমগ্র ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে জেলা সদরে রাজনৈতিক তরঙ্গ। এ প্রসঙ্গে কাউন্সিলর বলেন, “মহাদেব মণ্ডল নামে বাজে লোক সরকারি উপর নির্মাণ করতে গিয়েছিলেন। আমি গিয়ে বাধা দিই। সেই সময় আমার ছেলেও ছিল সেখানে। তারপর মহাদেব আমার মেরেছে। আমার ছেলেদের মেরেছে। শেষে আমরা কী করব? সোয়ারম্যানকে বললাম। সেই সোয়ারম্যানই পুলিশ পাঠিয়েছে।”

## মেলেনি বেড! বাইরেই পড়ে আছে মুমূর্ষ রোগী, সব দেখেও চোখ ‘বন্ধ’ হাসপাতালের?

**দূরন্ত বার্তা, বারকইপুর, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ** শরীরে অবস্থা খুবই খারাপ। কিন্তু, জায়গা হয়নি হাসপাতালে। উল্টে মুমূর্ষ রোগী পড়ে আছে নিম্নায়মান ভবনের সিঁড়ির নিচে। অভিযোগ, সব দেখেও চোখ ‘বন্ধ’ হাসপাতালের। মুখই নাকি খুলতে চাইছেন না হাসপাতালের কর্মীরা। এমনই অমানবিক ছবি দেখা গেল বারকইপুর মহকুমা হাসপাতালে। এদিকে রোগীর কথা বলার শক্তিকুণ্ডও নেই। পাশেই পড়ে রয়েছে নোংরা চাদর, নোংরা কাপড়। এর আগেও এর আগেও এক অসহায় অসুস্থ পথচারীকে এভাবে ‘বিনা চিকিৎসায়’ ফেলে রাখার অভিযোগ উঠেছিল এই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেই।

ফের কার্যত একই ছবি দেখা যাওয়ায় শুরু হয়েছে নতুন চাপানউতোর। যদিও হাসপাতালের ফ্যাকাল্টি ম্যানেজার শ্যামল চক্রবর্তী দিচ্ছেন



অন্য মুক্তি। তাঁর দাবি তাঁরা ওই রোগীকে ফেলে রাখেননি। ফেলে চলে গিয়েছিল পরিবারের সদস্যরা। তাঁর কথায়, “আমরা ওই জায়গায় রোগীকে ফেলে রাখিনি। বাড়ির লোক

দূরে সিলিন্ডার ব্লাস্ট হয়েছে। গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্ট হয়েছে। আমাদের কমিটির তরফ থেকে অনুমতি নেওয়া ছিল। এটা তো গ্যাস বেলুনের সিলিন্ডার। আমরা ভাববই পারিনি যে ফেটে যাবে। ওটা মেলার বাইরেই ছিল। উনি ঘুরে বিক্রি করছিলেন। ওঁর বাড়ি অশোকনগরে। এই মেলা তো কয়েকশো বছরের পুরনো। আগে কবরস্থানের মাঠে হত। জায়গা পরিবর্তন করে এই স্কুলের মাঠে করা হচ্ছে গত ৬-৭ বছর ধরে।” এদিকে মৃতার শাশুড়ি তহুড়া বিবি বলেন, “খাওয়া দাওয়া করে বলল মেলা ঘুরতে যাব মা। ও গেল, আমি আর কিছু জানি না। ১২টা থেকে ১টা নাগাদ হয়েছে। আমার কাছে ছেলেকে রেখে একা গিয়েছিল। বলল, ছেলে ঘুমচ্ছে তুমি দেখো, আমি চলে আসব।” মৃতার শশুর অসীম অন্তিম অনিয়ে বলেন, “আমরা খেয়ে দেয়ে বসেছিলাম। বাড়িতে কুঁচম এসেছিল, ওরা মেলায় গিয়েছিল। আগে ওরা চলে গিয়েছিল। তারপর আমার বৌমা যায়। শেষে একদম। গ্যাস সিলিন্ডারের একটি দূরে দাঁড়িয়ে ফোন করে ডাকছিল আত্মীয়দের। ওখানেই গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্ট করল।” যুবতীর এমন মৃত্যুতে শোকের ছায়া এলাকায়।

## ডিভিসি জল ছাড়তেই অকাল প্লাবন খানাকুলের একাংশে

**শুভঙ্কর দে, হুগলি, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ** ডিভিসি বোরো চাষের জল ছাড়তেই আবারও খানাকুলে ভাঙল বাঁধ! অকাল প্লাবন খানাকুলের একাংশে। এদিন সকালে বাঁধ ভেঙে প্রাণিত হয়েছে চিহ্না পঞ্চায়েত এলাকার বিস্তীর্ণ চাষের জমি। এখনও মাঠে রয়েছে চাষের আলু! আমচকা প্লাবনের জেরে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন এলাকার চাষিরা। সেটেক্সরের বন্যায় খানাকুলের চিহ্না পঞ্চায়েতের বলাইচকে মুণ্ডেশ্বরী নদীর শাখা খালে বাঁধ ভেঙেছিল। পরে সেই বাঁধ সরাই করা হয়। তবে বর্তমানে বোরো চাষের জন্য জল ছেড়েছে ডিভিসি। সেই জল এসে পৌঁছতেই বলাইচকে বাঁধ ভেঙে নতুন করে প্রাণিত হয়েছে। এর জেরে চিহ্না পঞ্চায়েতের বলাইচক, কুমারচক, রঞ্জিতবাটি, কেটোল্ল সহ বহু গ্রামের চাষের জমি ডুবে গিয়েছে। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। এদিন সকালে অনেক চাষিকে তড়িৎডি মাঠের আলু তুলতে দেখা যায়। এবার বর্ষায় চাষে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। আবরো ক্ষতির মুখে পড়ায় কার্যত দিশেহারা চাষিরা।

## ফেলে রেখে দিয়েছিল। বিষয়টি জেনেই ব্যবস্থা নিয়ে তাকে ভিতরে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসাও শুরু হয়েছে।” তবে আগেও ‘অব্যবস্থার’ জেরে একজনের মৃত্যুর অভিযোগ প্রসঙ্গ উঠলে তাঁর সাফ কথা, “এরকম কিছু জানা নেই।” প্রশান্ত বলছেন, “ওই মহিলাকে অনেকদিন থেকেই এলাকার নানা জায়গায় বসে থাকতে দেখেছি। শরীর একদমই ভাল নয়। এখন হাসপাতালে আনা হয়েছে। কিন্তু, হাসপাতালে আনা হলে চিকিৎসা তো করা দরকার! একই মত অন্যান্য রোগীর পরিজনদেরও। তবে ক্যামেরার সামনে বিষেধ কেউ মুখ খুলতে চাননি।”

## ভোটের আগেই বিজেপি মণ্ডল সভাপতিদের ‘রদবদল’

# নতুন নামের তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই ‘কোন্দল’

**দূরন্ত বার্তা, বিষ্ণুপুর, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ** শুধু তৃণমূল নয়! গোষ্ঠীকোন্দলের অভিযোগে শোরগোল এবার পদ্ম ত্রিগেডের অন্দরেও। সম্প্রতি বিজেপির বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার মণ্ডল সভাপতিদের তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। সেই তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই বিজেপির অন্দরে শুরু হয়েছে প্রবল অসন্তোষ। একের পর এক ফেসবুক পোস্ট করে দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগারে দিচ্ছেন দলের নেতা-কর্মীদের একাংশ। দলের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এভাবে প্রকাশ্যে দলের নেতা-কর্মীরাই গর্জে ওঠায় রীতিমতো অবস্থিত পড়েছে গোকন্যা শিবির। বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতি এই ১৮টি মণ্ডলের নির্বাচিত সভাপতিদের নাম

শিবির। সম্প্রতি বিজেপির বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার ১৮টি মণ্ডলের মণ্ডল সভাপতি পদে রদবদল হয়। বেশ কিছু মণ্ডলে



পুরানো সভাপতিদের পুনরায় দায়িত্ব দেওয়া হলেও একাধিক মণ্ডলে সভাপতি বদল করা হয়েছে। সম্প্রতি এই ১৮টি মণ্ডলের নির্বাচিত সভাপতিদের নাম

প্রকাশ্যে আসে। তারপর থেকেই গোকন্যা শিবিরের একাংশের ক্ষোভ আছড়ে পড়তে শুরু করে সামাজিক মাধ্যমে। অধিকাংশ



ফেব্রুই এই সভাপতি রদবদলে স্বজনপোষণ ও দল বিরোধী কাজকর্মের অভিযোগ আনা হয়েছে দলের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে। প্রকাশ্যে দলের

নেতা-কর্মীরা দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মুখ খুলতেও শুরু করেছেন। বিষ্ণুপুরের দাবি এইভাবে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলায় বিজেপির অন্তিম বিপন্ন করার চেষ্টা করছে দলের জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বের একাংশ। জেলার একাংশের নেতারা এভাবে প্রকাশ্যে অসন্তোষ প্রকাশ করতেই চূড়ান্ত অবস্থিতে পড়েছে দলের উপরমহলের নেতারাও। বড় দলে এমন একটা আঁঠু হতেই পারে বলে কোনওক্রমে পরিস্থিতি সামাল দিচ্ছেন দলের জেলা নেতৃত্ব। কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল। জেলার ঘাসফুল শিবিরের নেতাদের দাবি, নীতিহীন বিজেপিতে এই গোষ্ঠীকোন্দল ও কর্মী অসন্তোষ অত্যন্ত স্বাভাবিক। সেই ছবিই দেখা যাচ্ছে।

## পুকুর খুঁড়তে গিয়ে ‘অলৌকিক’ ঘটনা, অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন এলাকাবাসী

**দূরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ** পুকুর সংস্কারের কাজ চলছিল। এলাকার লোকজন কেউ-কেউ ভিত পড়তে গিয়েছিল। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ হইচই। কী ঘটেছে? পুকুরের খননের



সময় উদ্ধার হয়েছে একটি বিস্মৃতি। রবিবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব বর্ধমানের মেমারীর সাতগেছিয়া গ্রামে পদ্মপুকুর সংস্কারের কাজ চলছিল। সেই সময় পুকুর থেকে একটি পাবারের মূর্তি উদ্ধার হয়। মূর্তিটি প্রায় ৩ ফুট লম্বা। মূর্তি উদ্ধারের পর স্থানীয় বাসিন্দারা ভিড় জমান

এবং ওই মূর্তিটিতে পূজা পাঠ শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেমারি থানার সাতগেছিয়া ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ মূর্তিটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।



স্থানীয়দের দাবি ওই মূর্তিটিকে পুনরায় তাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। পুকুর মালিক সৌমা দত্ত বলেন, “পুকুর পোড়ায়ুঁচি চলছিল। সেই সময় বিস্মৃতি মেলে। তারপর সেটি প্রতিস্থাপন করা হয়। এখন পুলিশ পরিবারের অভিযোগ, প্রাইভেট টিউশনি পড়তে যাচ্ছিল সে। সেই সময় ওই কিশোরীকে জোর করে টেনে নিয়ে যায় অভিযুক্ত যুবক। মেয়েটি চিৎকার করলেও পাড়ায়

## মহিলার হাঁটাচলা দেখেই সন্দেহ, পরিচয় জেনেই চোখ কপালে বিএসএফ-এর

**দূরন্ত বার্তা, স্বরূপনগর, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ** অসুভাবাে ঘোরায়ুরি করছিলেন এলাকায়। আর তা দেখেই সন্দেহ হয় বিএসএফ জওয়ানদের। এগিয়ে এসে মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করেন জওয়ানরা। তখনই প্রকাশ্যে আসে বড় তথ্য। ওই মহিলা গুজরাট থেকে এসে স্বরূপনগর সীমান্ত দিয়ে বৈআইনিভাবে বাংলাদেশে যাচ্ছিলেন। জানা গিয়েছে, শনিবার বিকালে ভিন রাজ্যের ওই মহিলা সন্দেহজনকভাবে আত্মদ্রোহী সীমান্তের বলবিন্দু সংলগ্ন এলাকায় ঘোরায়ুরি করছিলেন। তা দেখেই সীমান্তে কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানদের সন্দেহ হয়। এরপর তাকে আটক করেন তাঁরা। তবে বৈধ কোনও



প্রমাণ না পাওয়ায় তাকে তুলে দেওয়া হয় স্বরূপনগর থানার পুলিশ হাতে। শনিবার রাতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। জানা যায়, ওই মহিলার নাম হরফিনা মিলন সর্দার। তাঁর বাড়ি গুজরাট। সীমান্ত এলাকায় কেন সে ঘুরঘুর করছিল তা নিয়ে রহস্যের দানা তৈরি হয়েছে। অবৈধভাবে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য এখানে এসেছিলেন বলে প্রাথমিক অনুমান বিএসএফের। ধৃতকে রবিবার বিসিহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বারবরই কড়া বিএসএফ। পাচারকারী থেকে অনুপ্রবেশকারী, গোটা বিষয়টি সব সময়ই কড়া হাতে দমন করে তারা। সীমান্তের একাধিক জায়গা থেকে যেমন পাচার রুপতে সফল হয়েছেন আধিকারিকরা। তেমনই অনুপ্রবেশ ঠেকিয়েছেন। এরই মধ্যে এই ঘটনা নিতান্তই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

## মাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে রাস্তায় পড়ে রইল ছেঁড়া বই-খাতা, এ কেমন উল্লাস? প্রশ্ন অভিভাবকদের

**দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ** কোথাও ওল্টাল গাড়ি, কোথাও কামড়াল সাপে, কোথাও আবার হাসপাতাল থেকেই পরীক্ষা দিলেন একাধিক পরীক্ষার্থী। কোথাও আবার টুকরিার অভিযোগে শোরগোল। মোটের উপর ঘটনাবহুলই ছিল এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষা। কিন্তু, পরীক্ষা শেষেই একাধিক জেলায় দেখা গেল অপ্রীতিকর ছবি। উল্লাসের নামে এল গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ। এই যেমন ফালাকটীর খবরে রীতিমতো। শোরগোল শিক্ষা মহলের অন্দরে। মাধ্যমিকের শেষদিনে চরম অরাজকতার ছবি দেখা গেল ফালাকটীর রাস্তা ঢাকাল বই-খাতার ছেঁড়া পাতায়। দুপুর থেকে সারা বিকাল এই ছবিই দেখা যায় রাস্তায়। রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়

এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই জানাচ্ছেন, বৃহস্পতিবার মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষে আনন্দে



ফেটে পড়েন বেশ কিছু মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। তাঁরাই এই কাণ্ড করেছেন। কিন্তু, এ কেমন উল্লাস যেখানে বই-খাতা ছিঁড়ে ফেলাতে হয়? প্রশ্ন তুলছেন অভিভাবকদের অনেকেই। অন্যদিকে মাধ্যমিকের শেষ দিনে ধূপগুড়িতেও

মাধ্যমিকের শেষে উল্লাসে ফেটে পড়তে দেখা যায়। তবে সেখানে কোনও বিশৃঙ্খলার ঘটনা ঘটেনি। পরীক্ষা শেষে



পৌর ফুটবল ময়দানে জমায়েত করেন অনেক পড়ুয়া। রীতিমতো পটকা ফাটিয়ে, আবার খেলে চলে উল্লাস। যোগ দেন অভিভাবকেরাও। সেখানে আবার পড়ুয়ারের মিষ্টি খাওয়াতে দেখা যায় পুলিশকে।

## জঙ্গল মহলে পৃথক পঞ্চায়েতের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাবেন অনুরত, দেওয়া হল রূপোর ধনুক

**দূরন্ত বার্তা, ইলামবাজার, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ** ইলামবাজার জঙ্গল মহলে তৃণমূলের বিশাল জনসভা। এই সভার মধ্য দিয়ে ২৬শের বিধান সভা নির্বাচনের ডঙ্কা বাজালেন জেলা সভাপতি অনুরত মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্র নাথ সিংহা, বোলপুর সাংসদ অসিত মাল সহ অন্যান্যরা। এই সভা মঞ্চ থেকে ফের আরেকবার আদিবাসী অধ্যুষিত জঙ্গল মহলে পৃথক পঞ্চায়েতের দাবি উঠলো। স্থানীয় আদিবাসী নেতা তথা জেলা পরিষদের সদস্য রবি মূর্মু বলেন, “মুখ্যমন্ত্রী জঙ্গল মহলের জন্য অনেক কিছু করেছেন। অনেক মহিলা সিডিক করিয়ে চাকরি পেয়েছেন। ২০২১ সালে মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা জঙ্গল মহলের জন্য পৃথক পঞ্চায়েত চেয়েছিলাম। কারণ ইলামবাজারের তিরিশহাট বুধ। এর মধ্যে ১২টি বুধের প্রায় ১২০০০ আদিবাসীর প্রায় ৬ কিমি টোপাহাড়ি জঙ্গল পেরিয়ে ইলামবাজার পঞ্চায়েতে সরকারি পরিষেবা নিতে প্রশাসনিক কাজে আসতে হয়। এটা খুবই অসুবিধা।” রবি মূর্মু বলেন, “মহান আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী সিধুকানহার স্মৃতিতে ৩৫০ গ্রামের রূপোর তীর ধনুক এবং মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহা'কে ৩০০ গ্রাম রূপোর তীর ধনুক দেওয়া হয়।” অনুরত বলেন, “আদিবাসীর খুব ন্যায্য সঙ্গত। শুধু ১২টা বুধ নয়, আরো ৩৩টা বুধ নিয়ে ১৫টা বুধ নিয়ে পৃথক পঞ্চায়েতের এই ন্যায্য দাবি আগেই আদিবাসীরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রেখেছেন। আমি আরেকবার তাকে বলবো। আর জেলাশাসককে বলবো বিষয়টি দেখার জন্য।”

**MURIGANGA-1 GRAM PANCHAYAT**  
**Pakhirala, Sagarshibpur, South 24 Pgs.**  
**E-mail: muriganga1.sagar@gmail.com**  
**Office of the Muriganga-1 Gram Panchayat, Sagar Block, South 24 pgs. Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. NIT No: 19/NIT/15thCFC/ TIED/MG-1/2025, dated 24/02/2025 and NIT No: 20/NIT/15thCFC/TIED/ MG-1/2025, dated 24/02/2025. Last Date of Bid Submission: 03/03/2025, 12:00 Hrs. Date of Opening: 05/03/ 2025, 12:30 Hrs. For details Pl. contact the Office of the Muriganga-1 Gram Panchayat, South24PGS..or Visit: https://wbtdenders.gov.in**  
**Sd/-**  
**Prodhon**  
**Muriganga-1 Gram Panchayat**

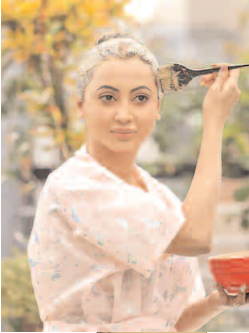
**NIT, Govt. of West Bengal**  
Tender is hereby invited by the Super-intending Engineer, PWD, IT Circle, 5th Floor, KIT Annex Building, P-16, India Exchange Place, Kolkata-700073 from the eligible contractors for the following works. 1. Name of Work: ‘‘Upgradation of Network Core, Distribution and Edge Switches alongwith Wireless Access Points and Controller installed at 9th,10th and 11th Floor of State Secretariat Nabanna, 325, Sarat Chatterjee Street, Shibpur, Howrah - 71102.’’ **e-TENDER No. WB/PWD/SEIT/NIT-29 24-25. Tender ID: 2025- WB/PWD. 819290. 1. Bid Submission Closing: 17.03.2025 up to 01.00 PM. Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website. Sd/- Superintending Engineer In-Charge IT Circle, P.W.D. Govt. of West Bengal**

## ফ্যাশন ও রূপচর্চা

# চুলের সুস্থতা বজায় রাখতে বিভিন্ন প্রোটিন প্যাক ব্যবহার করতে পারেন

চারপাশের ধূলাবালু আমাদের শরীর আর ত্বকই শুধু নয়, চুলও করে তুলছে নিম্প্রাণ। অকালে বুড়িয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে চুল পড়া, ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া, রোমকূপ বন্ধ হয়ে ত্বকে ব্রণের প্রবণতাসর্বই হয়ে থাকে অতিরিক্ত ধূলাবালুর কারণে। কিছু অভ্যাস ও ঘরোয়া টোটকা মেনে ধূলাবালু থেকে ত্বক ও চুলকে রক্ষা করতে পারবেন আপনিও। ধূলাবালুর কারণে মাথার ত্বকে দেখা যায় চুলকানি ও খুশকি। ধূলা ত্বকের সিরাম অর্থাৎ প্রাকৃতিক তেল ও ঘামের সঙ্গে মিশে যায়। এ কারণে জীবাণুর সংক্রমণ হয়, যা থেকে হতে পারে চুলকানি, অস্বস্তি ও খুশকি। ধূলা চুলের আর্দ্রতা শোষণ করে, ফলে চুল হয়ে পড়ে শুষ্ক ও রক্ষা। শারমিন কচি বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে ধূলার সংস্পর্শে থাকলে চুলের গঠন দুর্বল হয়ে যায়, এমনকি চুলের স্বাভাবিক রঙেও দেখা দেয় পরিবর্তন। ধূলাবালু চুলের ওপর একধরনের আন্তরণ তৈরি করে, ফলে চুল দেখায় রক্ষা, নিম্প্রাণ ও নিস্তেজ। এমনকি খোয়ার পরও প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলতে পারে চুল। এ ছাড়া ধূলায় থাকা ক্ষতিকর উপাদান মাথার ত্বকের রোমকূপ বা ফলিকুল বন্ধ করে দেয়, যা চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে। তাই এটি একদিকে অতিরিক্ত চুল পড়ারও কারণ হতে পারে। দীর্ঘ মেয়াদে এটি চুল পাতলা করে ফেলে।

**ধূলা যেভাবে ত্বকের ক্ষতি করে**  
উজ্জ্বলতা হারিয়ে ত্বক নিম্প্রাণ ও মলিন করে তোলে বাতাসে থাকা ধূলাবালু। ধূলা ত্বকে জমে গিয়ে ঘাম ও তেলের সঙ্গে মিশে রোমকূপ বন্ধ করে দেয়। ফলে ব্ল্যাকহেডস, হোয়াইটহেডস ও ব্রণ দেখা দেয়। বিশেষ করে তৈলাক্ত ত্বকে এসব বেশি দেখা যায়। বাতাসের ধূলাময়াল ত্বকে বার্ষিকের



ছাপ নিয়ে আসতে পারে। এতে থাকা দূষিত উপাদান ও ফ্রি র‍্যাডিক্যাল ত্বকের কোলাজেন ও ইলাস্টিন ভেঙে দেয়, যার কারণে ত্বকে বলিরেখা ও ত্বক বুলে যাওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। স্বাভাবিক বয়সের তুলনায় ত্বককে দেখায় অনেক বেশি বয়স্ক। অপর দিকে ধূলা ত্বকের আর্দ্রতা শুষে নেয়, ফলে ত্বক শুষ্ক, রক্ষা ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে। যাঁদের ত্বক সংবেদনশীল, তাঁদের জন্য ধূলা বর্ষণ ও প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে।

**ধূলা থেকে চুলকে বাঁচাতে যা করতে হবে**

**চুল ঢেকে রাখুন**

বাহিরে যাওয়ার সময় স্কার্ফ বা টুপি দিয়ে চুল যতটা সম্ভব ঢেকে রাখুন। এতে চুল ধূলার সংস্পর্শে আসবে না। ক্ষতিও কম হবে।

**নিয়মিত চুল ধোয়া**

কাজের প্রয়োজনে যাঁদের নিয়মিত বাহিরে যাতায়াত করতে হয়, তাঁদের চুলে ধূলা লাগে বেশি। তাঁদের প্রতিদিন চুল ধোয়ার পরামর্শ দিলেন শারমিন কচি। তবে এ ক্ষেত্রে মাইন্ড শ্যাম্পু ব্যবহার করলে চুল অতিরিক্ত শুষ্ক হওয়ার ঝুঁকি থাকবে না।

**ডিপ কন্ডিশনিং**

শ্যাম্পু ব্যবহারের পর চুলে কন্ডিশনার লাগাতে ভুলবেন না। চুলের আর্দ্রতা ধরে রাখতে কন্ডিশনারের পাশাপাশি হেয়ার সিরামও ব্যবহার করতে পারেন।

**হিট স্টাইলিং কমান**

কৃত্রিমভাবে চুল সোজা বা কঁকড়া করার ক্ষেত্রে তাপের বদলে

# চর্চায় ভালো থাকবে ত্বক, চুল, স্বাস্থ্য



আমাদের ত্বক ধীরে ধীরে কোলাজেন ও ইলাস্টিন হারাতে থাকে, দেখা দেয় সূক্ষ্ম রেখা এবং বলিরেখা। বেশির ভাগ পুরুষ নিয়মিত লোশন লাগান না, কিন্তু পুরুষদের ত্বকের জন্য ময়েস্‌চারাইজার লাগানো গুরুত্বপূর্ণ। ত্বককে, তেল বা লোশনের মাধ্যমে



গুরুত্বপূর্ণ সেই বয়স থেকেই। ২৬ বছর বয়সের পর থেকে অ্যান্টিএজিং ক্রিম লাগানো শুরু করা যেতে পারে। কোলাজেন সাপ্লিমেন্ট খাবার অভ্যাসও করতে হবে।

**ব্যায়াম**

ব্যায়ামের বিষয়টিও বেশির ভাগ মানুষ এড়িয়ে যেতে চান। সময় সবচেয়ে বড় বাধা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অফিস বা ক্লাস করে আবার টিউশনিতে যাওয়ার মাঝে জিম করার সময় কোথায় জিম করুন আর নাই করুন, প্রতিদিন একজন মানুষের ১০ হাজার স্টেপস হাঁটা প্রয়োজন। জিম করলে সর্বোচ্চ ৬ দিন, সর্বনিম্ন ৫ দিন। ১৮ বছরে ভর্তি হোন আর ৪০, জিম শুরু করা যাবে একই নিয়মে। তবে শারীরিক কোনো জটিলতা থাকলে সেটা অবশ্যই জানাতে হবে জিমে। ১৮ বছর বয়স থেকে জিম শুরু করা ভালো। কারও কারও বৃদ্ধি ভালো থাকে, তারাও শুরু করতে পারে। যারা খেলোয়াড়, তাঁদের তো ব্যায়াম করতেই হয়। ফ্রি হ্যান্ড, সাঁতার কাটা, দৌড়ানো ভালো। কিন্তু পেশি বানাতে চাইলে ১৮ বছরের পর করা উচিত। কারণ, বাড়ন্ত সময়ে পেশি বানাতে গেলে অনেক সময় লম্বা হওয়া বাধাগ্রস্ত হতে পারে। ১৮ থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত যারা আছেন, তিন দিনের রুটিন বানাতে পারেন। ৩০ মিনিট কার্ডিও, ১৫ মিনিট স্ট্রেচিং, এরপর ট্রেনিং। একদিন চেস্ট, ট্রাইলেগ করতে পারেন। প্রতিদিন ব্যাক, বাইসেপ। ৩ নম্বর দিনে লেগ আর শোল্ডার করতে পারেন ।

একই সঙ্গে জীবনব্যয়েও পরিবর্তন আনতে হবে। রাত ১১টার আগে ঘুমানোর অভ্যাস করতে হবে। সম্ভব হলে সকালে ওটা। রাত জেগে খাবার না খাওয়া। মূল খাওয়া সেরে ফেলেতে হবে রাত আটটার ভেতরই। ভাজাপোড়া দাদ দিয়ে ফল, সবজি খাওয়ার দিকে মনোযোগ দিন। শুধু ৩০এর পর নয়, ছোটবেলা থেকেই জীবন্যাগনে সু-অভ্যাস সুস্থ থাকতে সহায়তা করবে।

৪৫ পার হওয়া অধিকাংশ পুরুষের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, বছরের পর বছর ধরে ত্বকের যত্ন নেওয়া হয়েছে কম। ত্বকে আর্দ্রতা নেই, রোমকূপগুলো বড়, চেহারাভুড়ে কালো ছাপ। যত্ন না নেওয়ায় চুলের অবস্থাও নাজুক। এদিক থেকে জেনজিদের অবস্থা কিছুটা ভালো। আলফারা এখনো যেহেতু মায়ের শাসনেই চলে, তাদের ত্বকও কিছুটা ভালো অবস্থানে আছে। বয়স কম হওয়ায় তাদের ত্বক তুলনামূলকভাবে ভালো। তবে যত্ন নেওয়ার প্রবণতা না থাকলে ত্বক খারাপ হতে বেশি সময়ও লাগে না। ত্বকচর্চা সম্পর্কে ছেলেদের আগ্রহ এমনটাইেই কম। আমার ১০ বছরের আলফাকে মুখ ধুয়ে ক্রিম লাগানো আর গোসল শেষে লোশন লাগানোর অভ্যাস এখনো করতে পারিনি। সানস্ক্রিন তো দূরের কথা। ত্বকচর্চা, ব্যায়াম, খাদ্যাভ্যাস তিনটি বিষয়ের গুরুত্ব সব ছেলেরই থাকা ভালো। অভ্যাস না থাকলে গড়ে তোলা যায়, যেকোনো সময়, যেকোনো বয়সে। হোক না সেটা ১৩ বছর বা ৪৫। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাকলে দেখা যায় ধীরে ধীরে ছেলেরা ত্বকের বিষয়ে যত্নবান হচ্ছে। সংখ্যাটা হয়তো কম, কিন্তু হচ্ছে তো। রিলগুলো ফোনে বারবার এলে ৩ জন থেকে ৫ জনে আগ্রহ বাড়বে। বিষয়টি সম্পর্কে যত বেশি জানা হবে, তত বেশি লজ্জাও কেটে যাবে। রূপচর্চাকে মেয়েদের বিষয় ভেবে নিজেরা করতে লজ্জাই পান আমাদের দেশের তরুণেরা। তাই রূপচর্চা বা ত্বকচর্চা যেভাবেই বলতে চান, বিষয়টিতে বাড়তে হওয়াটা খারাপ না। এই যত্ন নেওয়ার জন্য বড় অঙ্কের টাকাও খরচ করতে হবে না। দিনে দুবার যখন দাঁত ব্রাশ করা হয়, তখন ফেসওয়াশ বা মাস্কনসই সাবান দিয়ে চেহারাটা ধুয়ে নিলেই হবে। এরপর ক্রিম লাগানোর মধ্য দিয়ে ত্বকচর্চার প্রথম পর্বটা শুরু করে দিতে পারেন। বসস বাগারের সঙ্গে সঙ্গে

আর্দ্র রাখলে বার্ষিকের লক্ষণগুলো দেরিতে আসবে। যাঁরা নিয়মিত শেভ করেন, ত্বকে অফটার শেভ লাগানোর পরামর্শ দিলেন শেভন মেকওভারের কসমোটোলজিস্ট শোভন সাহা। ট্রিম করার পরও ক্রিম লাগানো আবশ্যক। দিনের বেলা সানস্ক্রিন লাগানো বাধ্যতামূলক। একটু ভালো অনুপাতে নিয়েই চেহারায, গলায়, হাতে লাগান। রাতের বেলা চেহারা পরিষ্কার করার পর রিপেয়ার ক্রিম বা একটু ভারী ক্রিম লাগালে ভালো। এই কয়েকটা অনুশীলন প্রয়োজন। এটা দিয়েই ত্বকচর্চার অভ্যাস করা শুরু করা যেতে পারে। এরপর ধীরে ধীরে বাড়তি জিনিসগুলো নান্নয় যোগ-বিয়োগ করা যাবে। সে তালিকায় থাকতে পারে সগুঁথে দুই দিন বাড়িতে ত্বক অনুযায়ী স্ক্রাব ব্যবহার, ক্রিম লাগিয়ে ত্বক ওপরের দিকে নিয়ে মালিশ (ত্বকের শুষ্কতা চলে যাবে), চোখের নিচে আই ক্রিম লাগানো, ত্বকের সাময়্যি অনুযায়ী সেরাম লাগানো এবং লাগানো, শিট মাস্ক ব্যবহারা। কারণ, ঘরোয়া প্যাক লাগানোতে ছেলেদের একটা অমীমা দেখা যায়, সে ক্ষেত্রে শিট মাস্ক সহায়তা করবে অনেকখানি।

প্রতিদিন বাইরে থেকে এসে শ্যাম্পু করা উচিত। আমাদের এখানে যে পরিমাণ দূষণ, মাথার ত্বক প্রতিদিন পরিষ্কার না করলে ময়লা থেকে খুশকি, চুল পড়ার প্রবণতা দেখা দিতে পারে। চুল শুষ্ক থাকলে আর্দ্রতা আছে এমন শ্যাম্পু, খুশকি থাকলে অ্যান্টিডানড্রাফ শ্যাম্পু, এরপর কন্ডিশনার লাগানো উচিত। আলোড় পণ্য ব্যবহার করতে মন না চাইলে শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার আছে এমন পণ্য ব্যবহার করুন। চুলকে নরম রাখবে। কন্ডিশনার ব্যবহার না করে এটাও ব্যবহার করতে পারেন। কিশোর বয়স থেকে ত্বকে ব্রণ, শুষ্কতা দেখা দিতে পারে। এ কারণে ত্বক পরিষ্কার করা, ক্রিম লাগানো

## পজিটিভ বার্তাকে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের স্বীকৃতি

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৩ ফেব্রুয়ারি: সোশ্যাল মিডিয়ার আর এক অন্যতম সাফল্য মিলেছে। পজিটিভ বার্তাকে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের স্বীকৃতি। সমাজে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে আরো একধাপ। সমাজে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে সন্দর্ভক মানসিকতা গড়ে তুলতে, বিবেশ্য করে প্রথম থেকেই শিশুমনে ইতিবাচক মানসিকতা গড়ে তোলা এবং ইতিবাচক সংবাদের মাধ্যমে শিল্প বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য প্রথমে ডিজিটাল প্র্যাক্টিসর্মের মাধ্যমে, পরবর্তীতে কেবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমকে যুক্ত করে পজিটিভ বার্তা সম্প্রচার শুরু হয়েছে বীরভূম জেলা মুক্তি বাহিনী পজিটিভ বার্তা হওয়াটা খারাপ না। এই যত্ন নেওয়ার জন্য বড় অঙ্কের টাকাও খরচ করতে হবে না। দিনে দুবার যখন দাঁত ব্রাশ করা হয়, তখন ফেসওয়াশ বা মাস্কনসই সাবান দিয়ে চেহারাটা ধুয়ে নিলেই হবে। এরপর ক্রিম লাগানোর মধ্য দিয়ে ত্বকচর্চার প্রথম পর্বটা শুরু করে দিতে পারেন। বসস বাগারের সঙ্গে সঙ্গে



সামাজিক নানা কারণে তাদের মধ্যে আন্তে আন্তে নেতিবাচক ভাবনা মনের মধ্যে গেঁথে যায়। যার কুফল সমাজের সকল স্তরে দেখতে পাওয়া যায়। আমরা পজিটিভ বার্তার মাধ্যমে গণ মাধ্যমে ইতিবাচক সংবাদ পরিবেশন করে মানুষের মনের সন্দর্ভক ভাবনাকে জাগরিত করা এবং সামাজিক উন্নয়ন করে শিল্প বন্ধ পরিবেশ তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছি। এর ফলে আগামী দিনে একটা সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা, একটা সুন্দর পৃথিবী গড়ে উঠবে। এই পৃথিবী শিশুর বাসযোগ্য হয়ে উঠবে। আমরা প্রথম থেকেই চাইছি যে তিন থেকে ১৩ বছরের বাচ্চারা পজিটিভ বার্তার সঙ্গে যুক্ত হোক।

তাহলেই তারা আর বড় হবার পর নেতিবাচক ভাবনার অংশীদার হবে না।তিন আরো বলেন, প্রথমে আমরা ডিজিটাল মাধ্যম যেমন ফেসবুক, ইউটিউব এর মাধ্যমে পজিটিভ বার্তার সম্প্রচার শুরু করেছিলাম। বর্তমানে কেবল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে, সংবাদ মাধ্যম বিশেষ করে ডিজিটাল মাধ্যমে সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সহযোগিতায়, পজিটিভ বার্তা প্রাক্টিফর্ম থেকে সম্প্রচার করছি। আগামী দিনে স্যাটেলাইটের মধ্য দিয়ে পজিটিভ বার্তার প্রাক্টিফর্মের সম্প্রচার করা হবে। আমাদের পরিকল্পনা, সেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় জীবন বোধ, ভারতের দর্শন বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের মনোবোধ হবে। ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডের এই স্বীকৃতি আমাদের ইতিবাচক ভাবনা গড়ে তোলার কাজে আরো উৎসাহ দেবে। আমরা এই স্বীকৃতিতে সূত্রের খবর খুব তাড়াতাড়ি ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস এর পক্ষ থেকে এই সম্মান স্বীকৃতি জ্ঞাপনের তারিখ চূড়ান্ত করে জানানো হবে।

# হামলায় নিহত ১, আহত ৬ পুলিশ

ফ্রান্সের পূর্বাঞ্চলের নগরী মিলুজে গতকাল শনিবার ছুরি নিয়ে হামলায় এক ব্যক্তি নিহত এবং তিন পুলিশ কর্মকর্তা আহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় বিকেল চারটার দিকে ওই হামলার ঘটনা ঘটে। ওই সময় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কন্সদর সমর্থনে একটি বিক্ষোভ চলছিল। পুলিশ কর্মকর্তারা সেখানে দায়িত্ব পালন করছিলেন। সন্দেহভাজন হামলাকারী হিসেবে ঘটনাস্থল থেকে আকাজেরিয়ার ৩৭ বছর বয়সী এক নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এটি সন্ত্রাসী হামলা কি না, তা খতিয়ে দেখতে তান্ত্র শুধু হয়েছে। কারণ জানা গেছে, হামলার সময় ওই ব্যক্তি ‘আল্লাহ্ আকবর’ বলে চিৎকার করছিলেন। যে তিন পুলিশ কর্মকর্তা আহত হয়েছেন, তাদের মধ্যে দুজনের আঘাত গুরুতর। তাদের একজন গলায় ও একজন বুকে আঘাত পেয়েছেন। হামলার সময় ৬৯ বছর বয়সী পর্তুগালের এক নাগরিক বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে ছুরির আঘাত করা হয় এবং তিনি নিহত হন। স্থানীয় প্রসিকিউটরের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকতে পারেন, এমন তালিকায় সন্দেহভাজন হামলাকারীর নাম ছিল এবং তাঁকে বিতাড়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মার্খো এ ঘটনাকে সন্দেহহীনভাবে ইসলামপন্থী সন্ত্রাসী হামলা বলে অভিহিত করেছেন।

নিহত ব্যক্তির পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে মার্খো বলেন, ‘আমি আমাদের দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সরকার ও আমার দৃঢ় সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করতে চাই।’

## বিভিন্ন জায়গায় নকল সামগ্রী উদ্ধারে হানা দিলো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি: বর্ধমান ও কোলকাতার বিভিন্ন জায়গায় নকল সামগ্রী উদ্ধারে হানা দিলো পুলিশ। সূত্রের খবর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ২২শে ফেব্রুয়ারি শনিবার কোলকাতায় বড়ো বাজার, বৌ বাজার এবং হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ ও অন্যদিকে বর্ধমানে বর্ধমান থানার পুলিশ মুম্বাই হাই কোর্টের অর্ডারের ভিত্তিতে তল্লাশি চালিয়ে। পুলিশের সাথে সহযোগিতা করে মুম্বাই এর আই পি ইনভেস্টিগেশন নামের এক প্রাইভেট এজেন্সি। বৌ বাজার থানা এরিয়া এবং নামের দোকান এবং হেয়ার স্ট্রিট থানার



এরিয়াইবডো বাজার থানা এলাকায় এবং নামের দোকান ও গোডাউন থেকে অন্যদিকে বর্ধমান পুলিশ স্টেশন এলাকার গন্ধেশ্বরী হার্ডওয়ার এবং আকাশ তিওয়ারি নামের এক ব্যক্তির দোকান থেকে বেশ কিছু জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। এই নিয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

## প্রার্থী ভাইডেল চীনা ভাষায় অনর্গল কথা বলেন



জার্মানির রাজনৈতিক দল অলটারনেটিভ ফর জার্মানির (এএফডি) সহনৈতা অ্যালিস ভাইডেল বিভিন্ন কারণেই ব্যতিক্রমী একজন ব্যক্তি। একদিকে তাঁর উগ্র ডানপন্থী দলে রয়েছে পুরুষের আধিপত্য। অন্যদিকে, অভিবাসনবিরোধী দলটি নিজেকে প্রথাগত পারিবারিক মূল্যবোধ ও সাধারণ মানুষের রক্ষাকর্তা হিসেবে তুলে ধরে থাকে। তবে আপাতদৃষ্টিতে ভাইডেলের সঙ্গে এসব সাংঘর্ষিকা ৪৬ বছর বয়সী ভাইডেলের জীবনসঙ্গী শ্রীলঙ্কায় জন্মগ্রহণকারী এক নারী। তাঁরা দত্তক নেওয়া দুই সন্তানকে একসঙ্গে লালন-পালন করছেন। ভাইডেলের চলচ্চিত্রকার হিসেবেও পরিচিতি রয়েছে। অর্থনীতি নিয়ে পিএইচডি করেছেন চীনে। ইংরেজি ও মাদারিন ভাষায় সাবলীলভাবে কথা বলতে পারেন তিনি। ভাইডেলের জন্ম পশ্চিম জার্মানিতে। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বাধীন এএফডি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় প্রাক্তন পূর্ব জার্মানিতে, যা সাবেক কমিউনিস্ট জার্মানি হিসেবেও পরিচিত। রাজনীতি শুকুর আগে ভাইডেল যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিনিয়োগ ব্যাংক গোষ্ঠ্যমান স্যাকস ও জার্মানির আলিয়ানজ প্রোবাল ইনভেস্টিমেন্টস চাকরি করেছেন। তা ছাড়া কিছুদিন ফ্রিল্যান্স বাগিছা পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেছেন তিনি। ব্যতিক্রমী কর্মজীবনের কারণেই ভাইডেল এএফডির জন্য ‘সম্পদ’ে পরিণত হয়েছেন বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা। তাঁদের মতে, জার্মানির কর্তৃপক্ষগুলো এএফডিকে গণতন্ত্রবিরোধী মনে করে। কিন্তু ভাইডেলের উদার মনোভাবের কারণে দলটি সমাজের বহু মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারছে। ভাইডেলকে প্রায় সময় কালো সুট, সাদা শার্ট ও গলায় মুক্তার মালা পরতে দেখা যায়।

## আশ্রম কন্যাদের বিদায় বেলায় চোখের জলে ভাসল পাঁউশি

পূর্ব মেদিনীপুর ভগবানপুর,২৩ ফেব্রুয়ারিঃ ফাক্তুনের পড়ন্ত বেলায় অস্ত্রোন্ময় অনাথ আশ্রমকে সাক্ষী রেখেই নতুন জীবনে পা রাখলেন ১১জন দম্পতি। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর ২ ব্লকের পাঁউশি অস্ত্রোন্ময় আশ্রমের মোট ১১জনের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন বলরাম করণ। সহযোগিতা করেন সুপারট্রেন ফাউন্ডেশন। প্রতি বছরই অনাথ আশ্রমে গণবিবাহের আসর বসে। এবছরও তা ব্যতিক্রম হয়নি। আশ্রম- কন্যাদের কেউ বিবাহযোগ্যা হলে তাঁদেরও বিয়ে দেওয়া হয় এই অনুষ্ঠানেই। এ বছরও তেনেই টুস্পা আর মাধবীর বিয়ে দিলেন তাদের পালকপিতা বলরাম করণ। এ বার বিয়েতে সোনার গয়না, আসবাব, সাইকেল, পালঙ্ক, আলমারি- দাদেসামগ্রী হিসেবে তুলে দিয়েছেন বলরাম করণ। শুধু দুই আশ্রমকণ্যাই নয়। বীরভূমের প্রত্যন্ত গ্রামীণ অধ্যুষিত আদিবাসী এলাকা এবং বাইরের সব মিলিয়ে ১১জন মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন তিনি। ১১ জনের বিয়ে হয়েছে হিন্দু মতে। আশ্রমে উপস্থিত অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীকে আশ্রমের পক্ষ থেকে দ্বৈশভোজে আপ্যায়িত করা হয়। বিশেষত যখন সাধারণ নিয়মে পৌষ মাসে বিয়ে হয় না। ম্রিক্ষ হেসে বলরাম করণ বলেন, আসলে ধর্মটা হল মনের ভিতর। বাহ্যিক আডম্বরটার কোনও মূল্য নেই। তাই মনের মিলে দুটি মানুষকে এক করে দিতে এই দিনটির চেয়ে ভাল তিথি আর কী বা হতে পারে? কিন্তু চোখের জলে বাঁধ মানেনি। টুস্পা, মাধবী এবং এই সুরে বলেন, বলরামবাবুই আমাদের সবকিছু। তিনি আমাদের বাঁচিয়েছেন। তবে তাঁদের বিদায় দিয়ে কেঁদেছেন বলরাম করণ। বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু ওরা বড় হয়েছে। ওদের দাম্পত্য জীবন সুখের হোক, মঙ্গলময় হোক, বলতে বলতেই বুজে আসে তাঁর গলা। সুপারট্রেন ফাউন্ডেশনের মনোজিৎ ডিরেক্টর বিষ্ণু কুমার ভাঙুরি জানিয়েছেন, এটা খুবই আনন্দের দিন। আগের বছর ৯জনের গণবিবাহ দেওয়া হয়েছিল। এবছর ১১জনের গণবিবাহ দেওয়া হয়েছে। আগামীদিনে আশ্রমে অনেক কিছু করার চিন্তা বাবনা রয়েছে। পাশাপাশি এদিন পাঁউশি অস্ত্রোন্ময় অনাথ আশ্রমের নতুন প্রশ্রমদ্বারে উদ্বোধন করেন কলকাতা সুপারট্রেন ফাউন্ডেশনের কর্ণধার বিষ্ণু কুমার ভাঙুরি। তবে এদিন অনাথ আশ্রমে একেবারেই চাঁদের হাট বসেছে। আট থেকে আশি, সবাই খুশি। কাঁথির এসডিও শৌকিক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, আমি এখানে কোন আধিকারিক হিসেবে আসিনি। আমি কাঁথি মহকুমার বাসিন্দা হিসেবে এখানে এসেছি। তবে বলরামবাবুর এই উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়।

## সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ-এ গোবর্ধনপুরের নদী বাঁধ ভেঙে জলের তলায় বেশ কয়েকটি ঘর

সমীর দাস,পাথরপ্রতিমা, ২৩

ফেব্রুয়ারিঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের গোবর্ধনপুর বঙ্গেপাশাগরের কুলে অবস্থিত এই দ্বীপ,গোবর্ধনপুরে বেশ কয়েক হাজার মানুষের বাস। তবে মূলত গোবর্ধনপুরের নদী কুলবর্তী এলাকার মানুষের বারোমাসে আতঙ্কে থাকতে হয় । এই বুঝি নদী বাঁধ ভেঙ্গে এই এলাকা প্রাণিত হলো। গত

বর্ষাকালে গোবর্ধনপুরের নদী বাঁধ ভেঙে এলাকা প্রাণিত হয়েছিল, ডুবে গিয়েছিল

শতাধিক বাড়ি।এই আতঙ্ক কাটিয়ে না উঠতে উঠতেই আবারও এলাকা প্রাণিত। গত বর্ষায় নদী বাঁধ ভাঙ্গার পরে এখনো পর্যন্ত সেই নদী বাঁধ সংস্কার হয়নি, আর সেই নদীবাঁধ আন্তে আন্তে ভেঙে যাচ্ছে। প্রতি কোটিলেই জল উঠে এলাকা প্রাণিত হয়, তবে আজ দুপুরের কোটালে বা নদী বাঁধ ভেঙে আবারো এলাকা প্রাণিত হলো।

ডুবেবে বেশ কয়েকটি বাড়ি। এলাকার মানুষ চাইছে নদীর বাঁধ সংস্কার হোক।

## আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ দ্বিতীয় হুগলি সেতু দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের। পার্ক স্ট্রীট এর বাসিন্দা আজ দুপুর বারোটো থেকে সাতো বারোটো নাগাদ তার স্কুটার থামিয়ে দ্বিতীয় হুগলি সেতুর রেলিংয়ে উঠে পড়ে ঝাপ দেন। খবর পাওয়া মাত্রই টেস্টিং ট্রাফিক গার্ডের সার্জেন্ট প্রকাশ ঘোষ অন্য সার্জেন্ট অনিবার্ণ দাস এবং অফিসার ইন্চার্জ প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জী কে খবর দেন। তডিহাউ বিদ্যাপাটার ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ এসে যুবককে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যায়। মাথা এবং কোমরের চেস্ট লেগেছে যুবকের এবং বর্তমানে এসএসকেমির ট্রমা কেয়ার ইউনিটে ভর্তি রয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে মানসিক অবসাদগ্রস্ত ছিলেন এই যুবক এবং পারিবারিক অশান্তির জন্যই আত্মহত্যার চেষ্টা।

## আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

দুরন্ত বার্তা, আমতা,২৩ ফেব্রুয়ারিঃ ভাষাই আমার মনের কসল,ভাষাই মোদের ভের। মুখামন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের উদ্যোগে মহকুমা তথা ও সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজনে ২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন অনুষ্ঠিত হল আমতা মহকুমা পাবলিক লাইব্রেরীর দ্বিতল এর বারাদায়া অনুষ্ঠানে আমতা মহকুমা তথা ও সংস্কৃতি আধিকারিক নির্মল কুমার বাগানী, মহকুমা তথা ও সংস্কৃতি দপ্তরের অন্যতম আধিকারিক অমৃতা চক্রবর্তী,প্রাক্তন ডেপুটি মার্জিস্ট্রেট ফাটক চক্রবর্তী, শিক্ষক ও কবি ও সাহিত্যিক বরুণ বন্দোপাধ্যায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থেকে মাতৃভাষা দিবসের প্রেক্ষাপট এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে মাতৃভাষার অবমাননা ও তার রক্ষার্থে কি করণীয় সেই বিষয়ে আলোচনাত করেন। এই অনুষ্ঠানে সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সৌকত ঘোষ ও অমৃতা চক্রবর্তী -র সঞ্চালনায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।

| <div>Name Change</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <span><span>l. Nazrul Mandal, S/o- Arman Mondal, resident of Vill. Hantra Dakshinpara, P.O- Chhotia Andulia, P.S- Chakpra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin-741124 do hereby declare that I have changed my name from Nazrul Mandal to Najrul Mondal and henceforth I shall be known as Nazrul Mandal in all purpose, vide affidavit No. 38 sworn before the Notary Public at Krishnagar, Nadia on 26.12.2024. Najrul Mondal and Nazrul Mandal both are same and identical person</span></span> |

| <div>Name Change</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <span><span>l.Md.Ekbal S/o Abdul Rauf Residing at F.G. Street Telinpara, P.O.-Telinpara, P.S.-BhadreshwarDist-Hooghly, W.B.My Son actual name is Hamza Iqbal instead of MD Arhan Ansari before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate, at chandannagar. on 15/02/25. Hamza Iqbal and MD Arhan Ansari both are the same &amp; one identical person.</span></span> |

| <div>Name Change</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <span><span>l. Riddhi Chaudhury (Old Name) daughter of Sanjay Kumar Chaudhary, residing at Flat-13 G. Tower-3B, Active Acres, 54010 D.C. Dey Road, Tangra, Kolkata- 700015, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Riddhi Chaudhary (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 21/02/2025. Riddhi Chaudhary (New Name) and Riddhi Chaudhury (Old Name) both are same and identical person.</span></span> |

| <div>Name Change</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <span><span>l DIPAK KUMAR SAHOO.S/O KALIPADA SAHOO./R.O KODALIA UTTARPARA, KODALIA, KOLAGHAT, PURBA MEDINIPUR 721151, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPAK SAHOO,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/02/2025.THAT DIPAK KUMAR SAHOO AND DIPAK SAHOO ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON</span></span> |

| <div>Name Change</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <span><span>l. SK Najrul Islam S/O- Abdul Gafur SK @ Sekh Gaphur @ Sekh Abdul Gafur @ Sekh Gafur resident of Vill-Hetampur, P.O.- Chokhandan, P.S.-Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, have changed my name and shall henceforth be known as 'SEKH NAJRUL ISLAM' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 21/02/2025. That SK Najrul Islam and SKh Najrul Islam both are same and one identical person.</span></span> |

| <div>Name Change</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <span><span>l. Fajul Haque Mallick @ Fazul Haque Mallick S/O-Bahadur Mallick resident of Vill-Khano Molla Para, P.O.- Khano, P.S.-Galsi, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713141, have changed my name and shall henceforth be known as 'FAZLUL HAQUE MALLICK' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 13/02/2025. That Fajul Haque Mallick, Fazul Haque Mallick and Fazul Haque Mallick all are same and one identical person.</span></span> |

| <div>Name Change</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <span><span>l. Tapan Kundu S/O- Banshi Bata Kundu resident of Vill-Betai, P.O.- Betai, P.S.-Tehatta, Dist- Nadia, West Bengal, PIN-741163, have changed my name and shall henceforth be known as 'TAPAN KUMAR KUNDU' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 13/02/2025. That Tapan Kundu and Tapan Kumar Kundu both are same and one identical person.</span></span> |

| <div>Name Change</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <span><span>l.RUIJA BEGUM (OLD NAME)/WO AMINUL HAQUE,RESIDING AT VILL-MOYNNA,POJAGRAM,P.S.- JAMALPUR, DIST-PURBA BARDHAMAN, PIN-713166.WEST BENGAL).HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RIJIA BEGAM KHATUN (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BARDHAMAN ON 19/02/2025.RUIJA BEGUM (OLD NAME) AND RIJIA BEGAM KHATUN (NEW NAME) ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON</span></span> |

| <div>Name Change</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <span><span>l. Uttam Dutta S/O- Matlial Dutta resident of Vill-Baranipur Suhrid Pally, P.O.- Sripally, P.S.-Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, have changed my name and shall henceforth be known as 'UTTAM KUMAR DUTTA' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 11/02/2025. That Uttam Dutta and Uttam Kumar Dutta both are same and one identical person.</span></span> |

### দেশ-বিদেশ

# যেখানে আধ্যাত্মিকতা কৌশলগত নেতৃত্বের সঙ্গে মিলিত হয় - হার্ভার্ড বিজনেস স্ট্র্যাটেজিস্টের অন্তর্দৃষ্টি

প্রয়াগরাজ, ২৩ ফেব্রুয়ারি : নেতৃত্ব প্রায়শই উচ্চ-চাপের পরিবেশে পরীক্ষা করা হয়, যেখানে অভিযোজন যোগ্যতা, স্থিতিস্থাপকতা এবং দৃষ্টিই মূল চাবিকাঠি। বিশ্বের কয়েকটি ঘটনা মহাকুস্ত্র মেলার মতো গভীরভাবে এই গুণগুণলিকে ধারণ করে-বিশ্বের বৃহত্তম আধ্যাত্মিক সমাবেশ। এই মাত্রার একটি অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য শুধুমাত্র লজিস্টিক দক্ষতাই নয়, গভীর সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টিও প্রয়োজন। এই সাক্ষাৎকারে আমরা হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল পাবলিশিং-এর কৌশলগত অংশীদারিত্বের আঞ্চলিক পরিচালক প্রদীপ কুমারের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি একজন মার্শাল গোল্ডস্মিথ সার্টিফাইড কোচ এবং একজন সার্টিফাইড লাইফকোচ (আইসিএফ এসিটিপি অ্যাক্রিডিটেশন)। নেতৃত্ব এবং মননশীলতার প্রতি গভীর আগ্রহের সঙ্গে প্রদীপ প্রাচীন এশীয় সাহিত্য থেকে নেতৃত্বের পাঠ প্রতিফলিত করে তাঁর সময় ব্যয় করেন। তিনি সাপ্তাহিক ভগবদ গীতা, শ্রীমদ ভাগবতম, ভক্তি যোগ এবং মাইন্ডফুলনেস ক্লাস পরিচালনা করেন। এছাড়াও তিনি নেতৃত্ব, কৌশলগত চিন্তাভাবনা, বিজনেস মডেল ক্যানভাস, উদ্ভাবন এবং আবেগগত বুদ্ধিমত্তার উপর মনোনিবেশ করে সামাজিক উদ্যোক্তাদের জন্য প্রো বোনে কোচিংয়ের জন্য বার্ষিক পাঁচ দিন উসর্গ করেন। প্রয়াগরাজের মহাকুস্ত্র মেলায় প্রদীপের সাংস্প্রতিক যাত্রা তাঁকে স্থিতিস্থাপকতা, নন্দ্রতা এবং দৃষ্টিভিত্তিক গভীর নেতৃত্বের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছিল। এই কথোপকথনের মাধ্যমে, তিনি অমূল্য পাঠগুলি ভাগ

করে নেন, যা আধুনিক নেতৃত্বের নীতিগুলির সঙ্গে প্রাচীন জ্ঞানকে একত্রিত করে। প্রশ্নঃআপনি সম্প্রতি প্রয়াগরাজের মহাকুস্ত্র মেলায় যোগ দিয়েছেন। এই যাত্রা শুরু করার জন্য আপনাকে কী অনুপ্রাণিত করেছিল? প্রদীপ কুমারঃ মহাকুস্ত্র মেলা হল বিশ্বের বৃহত্তম আধ্যাত্মিক সমাবেশ এবং আমি এর নিছক দক্ষতা, সাংস্কৃতিক গভীরতা এবং লজিস্টিক উজ্জলতার দ্বারা আগ্রহী হয়েছিলাম। নেতৃত্ব এবং স্থিতিস্থাপকতায় গভীরভাবে আগ্রহী একজন হিসাবে, আমি এই পবিত্র তীর্থস্থান থেকে ব্যক্তিগত বৃদ্ধির চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে এইরকম একটি বিশাল ঘটনা পরিচালনা করা হয় তা নিজেই অনুভব করতে চেয়েছিলাম। প্রয়াগরাজের মতো পবিত্র ধামগুলিতে আচ্ছাদিত করা মাযার স্তর রয়েছে। ধামের করুণা ও কল্যাণ প্রকাশিত হয় যখন আমরা এই মাযার স্তর (আপাত ময়লা এবং অসুবিধা) অতিক্রম করে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে যাই। প্রশ্ন : আপনি উল্লেখ করেছেন, জীবনের প্রতিকূলতাগুলিকে স্বীকার করা অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। মহাকুস্ত্রের সময় এই মানসিকতা আপনাকে কীভাবে সাহায্য করেছে? প্রদীপ কুমার : জীবন যে সহজাতভাবে কঠিন তা স্বীকার করা আমাদের অতীতের হতশাাকে সচেতন এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে চ্যালেঞ্জের কাছে যেতে দেয়। মহাকুস্ত্রে, বিশাল জনসমাগম, দীর্ঘ হাটা দূরত্ব এবং অপ্রতিরোধ্য রসদ দৃষ্টিভিত্তিক গভীর নেতৃত্বের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছিল। এই কথোপকথনের মাধ্যমে, তিনি অমূল্য পাঠগুলি ভাগ

সম্পূর্ণভাবে অভিজ্ঞতায় নিমজ্জিত করতে এবং এর আধ্যাত্মিক এবং নেতৃত্বের পাঠের প্রশংসা করতে পেরেছিলাম। প্রশ্ন : আপনি নেতৃত্বের পাঠ হিসাবে 'সেবার মধ্যে নন্দ্রতা' উল্লেখ করেছেন। আপনি এটি ব্যাখ্যা করতে পারেন ? প্রদীপ কুমারঃ ইসকন এবং পারমার্থ নিকেতন শিবিরে, স্বেচ্ছাসেবকরা শুদ্ধ নিষ্ঠার সঙ্গে অক্লান্ত পরিশ্রম



করে, প্রতিদিন হাজার হাজার তীর্থযাত্রীদের সেবা করে। এটি ছিল দাস নেতৃত্বের একটি অসাধারণ উদাহরণ-অন্যদের প্রথমে রাখা এবং সহানুভূতিতে সঙ্গে নেতৃত্ব দেওয়া। এই মানসিকতা গ্রহণকারী নেতারা তাদের দলে গভীর আস্থা, আনুগত্য এবং ভাগ করা অঙ্গীকার পোষণ করে। প্রশ্ন : মহাকুস্ত্র মেলাকে প্রায়শই একটি 'পপ-আপ শহর' হিসাবে বর্ণনা করা হয়। এর সংগঠন থেকে কোন নেতৃত্বের অন্তর্দৃষ্টি টানা যায়? প্রদীপ কুমারঃঅনুষ্ঠানটি ১০ হাজার

হলে, সবকিছু ভেঙে ফেলা হয়, ফলাফল থেকে বিচ্ছিন্নতাকে শক্তিশালী করে, যেমনটি ভগবদগীতায় দেখানো হয়েছে। পরিবর্তন অনিবার্য তা বোঝার সময় নেতাদের অবশ্যই সম্পাদনের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। প্রশ্নঃ মহাকুস্ত্র কীভাবে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব প্রতিফলিত করে? প্রদীপ কুমারঃএই ধরনের পরিস্থিতিতে, ছোটখাটো অসুবিধাগুলি-যেমন নৌকা ভ্রমণের

ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভাড়া - হতাশাব্যঞ্জক বলে মনে হতে পারে। তবে, বৃহত্তর অর্থনৈতিক পরিসর এবং জীবনে একবারই এমন অনন্য অভিজ্ঞতা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলে দেয়। নেতৃত্ব বৃহত্তর লক্ষ্যে তাঁদের টিকিয়ে রাখার কাজ করে স্বল্পমেয়াদী বাধাগুলি মোকাবিলা করতে সহায়তা করেন। প্রশ্ন : মহাকুস্ত্রের মতো বৃহ পরিসরের ইভেন্ট পরিচালনায় স্থিতিস্থাপকতা কী ভূমিকা পালন করে?

প্রদীপ কুমারঃ মহাকুস্ত্র এমন একটি ইভেন্ট, সেখানে অনেক অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি হয় - যেমন প্রচুর ভিড, চরমভাবাপন্ন আবহাওয়া ইত্যাদি। তাও সমাধাভিত্তিক পদ্ধতির কারণে অনুষ্ঠানটি সূচারুভাবে এগিয়ে যায়। একইভাবে, নেতৃত্বে এবং ইতিবাচক মানসিকতা চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্ন : অন্তর্ভুক্তি আরেকটি প্রধান বিষয় যা আপনি লক্ষ্য করেছেন। নেতারা কীভাবে সংগঠনগুলিতে সাংস্কৃতিক সমন্বয় গড়ে তুলতে পারেন? প্রদীপ কুমারঃ মহাকুস্ত্র একটি সাধারণ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ভাষা, অঞ্চল এবং পটভূমির মানুষকে একত্রিত করে। এটি প্রমাণ করে যে, একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ গড়ে তোলা যেখানে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মূল্য দেওয়া হয়, তা দৃঢ় সামাজিক বন্ধনের দিকে পরিচালিত করে। পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সাংস্কৃতিক সম্মতিতিকে উৎসাহিতকারী নেতারা এমন কর্মক্ষেত্র তৈরি করেন যেখানে উদ্ভাবন এবং সহযোগিতা বিকশিত হয়। প্রশ্ন : আপনি উল্লেখ করেছেন যে মহাকুস্ত্রের আসল সারমর্ম এর অধরা

দিকগুলির মধ্যে নিহিত। আপনি কি এটি আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে পারেন? প্রদীপ কুমারঃ মহাকুস্ত্রের আসল শক্তি বিশ্বাস, নিষ্ঠা এবং সম্মিলিত উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত। নেতৃত্বের দ্বারা এটি সংস্কৃতি, উদ্দেশ্য এবং মূল্যবোধ তৈরিতে তাৎক্ষণিক লক্ষ্য বা লার্ভের বাইরে বেরিয়ে দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যকে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রশ্ন : পরিবেশ, এই অভিজ্ঞতা থেকে আপনি কোন ব্যক্তিগত নেতৃত্বের অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করেছেন?

প্রদীপ কুমারঃ মহাকুস্ত্র পুনরায় নিশ্চিত করেছে যে, কাঠিন্য একবার গ্রহণ করা গেলে তা দৃঢ়ভাবে বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে, আমরা অতিক্রম খুঁজে পাই, যা অপ্রতিরোধ্য পরিস্থিতিকে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতায় পরিণত করে। মহাকুস্ত্রমেলা কেবলমাত্র একটি আধ্যাত্মিক সমাবেশ নয়, তাঁর চেয়েও বেশি কিছু। এটি কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্বের একটি জীবন্ত উদাহরণ। স্থিতিস্থাপকতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা থেকে শুরু করে সেবা এবং অন্তর্ভুক্তি পর্যন্ত, এই অনুষ্ঠানটি নেতাদের প্রতিদিনের মুশোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জ এবং বিজয়ের প্রতিফলন ঘটায়। প্রদীপ কুমারের অন্তর্দৃষ্টি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে প্রকৃত নেতৃত্ব হল অসুবিধাগুলিকে গ্রহণ করা, এবং অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমাগত শেখা। এমন একটি পৃথিবীতে যেখানে দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাস্তবায়ন উভয়ই প্রয়োজন, মহাকুস্ত্র এমন চিত্রিত শিক্ষা দান করে যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতাদের পথ দেখাতে পারে। কঠোরতা, যখন গৃহীত হয়, তখন অসাধারণ বিকাশের সম্ভাব্য রূপান্তরিত হয়। মহাকুস্ত্রমেলা থেকে এটাই চূড়ান্ত নেতৃত্বের শিক্ষা।

#### অসহায় প্যারালাইসিসে আক্রান্ত ব্যক্তি

ময়নাগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির বোলবাড়ি এলাকায় জলাজীর্ণ বাড়িতে যন্ত্রণায় কাতর এক ব্যক্তি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে প্যারালাইসিস হয়ে অসুস্থ অবস্থায় কার্যত ঘরেই থাকেন তিনি। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ ছিল, ভিডিও অফিস থেকেও কোন সুবিধা তারা পাচ্ছে না। একমাত্র রেশন ছাড়া অন্য কোনও সরকারি পরিষেবা না পাওয়ারও অভিযোগ করেছে পরিবার।

# ক্যালিফোর্নিয়ার আকাশে উড়ন্ত গাড়ি, পরিবহণের অচেনা ছবি

২৩ ফেব্রুয়ারি : অফিস যাবেন, অথচ দেরি হয়ে গিয়েছে। দ্রুত গাড়িতে বসে ড্রাইভারকে বললেন তাড়াতাড়ি চালাতো। আর অমনি গাড়ি চোঁ চোঁ করে শুন্যে ভেসে এগিয়ে চলল গন্তব্যে দিকের। ভিত্তোরিয়া মেমোরিয়ালের পরিকে টুকি দিয়ে আপনি এগিয়ে গেলেন কর্মস্থানের উদ্দেশ্যে। নিচে জমির পৃথিবীতে জ্যাম আছে নাকি নেই, তাতে খোড়াই কেয়ার! না, কোনও কল্লবিজ্ঞান কাহিনি নয়, বাস্তবিকই এই অভিজ্ঞতা হতে পারে আপনার। অন্তত মেনেই স্বপ্ন দেখাচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়ার ‘ অ্যারোনাটিক্স’ নামের সংস্থা। তাদের দাবি, একেবারে শূন্যে পরিবেশে তারা আকাশে গাড়ি ওড়াতে সক্ষম হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এই সফল পরীক্ষাকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে

## হরিদ্বারের মোতিবাজারে আগুন-আতঙ্ক, পুড়ল দু’টি দোকান

হরিদ্বার, ২৩ ফেব্রুয়ারি : হরিদ্বারের মোতিবাজারে আগুন লাগল দু’টি দোকানো। রবিবার ভোরাক্তের এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে ব্যাপক আতঙ্ক ছায়ে পড়ে। একটি খেলার দোকান ও একটি ফ্রোকরিজ সামগ্রীর দোকানে আগুন লাগে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে আসে দমকলের কয়েকটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। হরিদ্বারের এসপি পঞ্চজ গহিরোলা বলেছেন, আমরা খবর পাই মোতিবাজারে একটি গিফ্টের দোকানে আগুন লেগেছে। পুলিশ ও দমকল তক্ষণা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। আগুন যাতে অন্য দোকানো না ছড়িয়ে পড়ে তা নিশ্চিত করা হয়। ওই এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে।

## দিল্লির রাস্তায় সাইকেল চালালেন মনসুখ, সুস্থতার ওপর জোর

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : ‘ হলে রোজ সাইকেল চালান’, সর্বদা এই পরামর্শ দিয়ে থাকেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। তিনি নিজেও সম্ভব হলেই সাইকেল চালিয়ে থাকেন। অন্যান্য রবিবারের মতো এই রবিবারও অন্যান্য সাইকেল আরোহীদের সঙ্গে দিল্লির রাস্তায় সাইকেল চালালেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী ডঃ মনসুখ মান্ডভিয়া রবিবার সকালে সাইকেলে ফিট ইন্ডিয়া রবিবার-এ যোগ দেন। তিনি বলেছেন, ‘ফিট ইন্ডিয়া সানডে অন সাইকেল’ প্রধানমন্ত্রী মোদীর ফিটনেস আদোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতি রবিবার বিপুল সংখ্যক মানুষ সাইকেল চালায় এবং নিজেদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে...প্রধানমন্ত্রী মোদি স্থূলতার বিরুদ্ধে আদোলন শুরু করেছেন।

## নিলামবাজারে গ্রেফতার পশ্চিমবঙ্গের ছয় মোবাইল চোর

শ্রীভূমি (অসম), ২৩ ফেব্রুয়ারি : বহিঃরাজ্যের ছয় মোবাইল চোরকে গ্রেফতার করেছে শ্রীভূমি জেলাসুর্গত নিলামবাজার থানার পুলিশ। ধৃত ছয় মোবাইল চোরকে পশ্চিমবঙ্গের বাগলিা নুর উদ্দিন শেখ (৪০), শেখ শনিশিরজন (১৮), টুটা শেখ (২৮), আসমার শেখ (২২), হাকিম শেখ (২০) এবং আমিরুল ইসলাম (৩০) বলে পুলিশ শনাক্ত করেছে। তাদের হেফাজত থেকে ২৫টি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট এবং প্রায় নয় বস্তা মোবাইল মেরামতের সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। শনিবার নিলামবাজার থানার ওসি নিশিরজন দে এ খবর দিয়ে জানান, গোপন খবরের ভিত্তিতে সুপ্রকাশিদি এলাকায় জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে পশ্চিমবঙ্গের ছয় মোবাইল চোরকে আটক করেন তাঁরা। পরে শ্রীভূমি শহরে রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় তাঁদের আস্তানায় অভিযান চালিয়ে ২৫টি মোবাইল ও প্রায় নয় বস্তা মোবাইল রিপ্যায়িং-এর সরঞ্জাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতদের আদালতে সোপর্দ করলে বিচারক তাদের জেল হাজতে পাঠিয়ে দেন।

## আন্ডারপাসের দাবিতে দেউলটির কাছে রেল অবরোধ, ছুটির দিনে ভোগান্তি

দেউলটি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : রেলের আন্ডার পাসের দাবিতে ট্রেন অবরোধ দক্ষিণ পূর্ব রেলের হাওড়া খড়গপুর ডিভিশনে দেউলটির নাচক এলাকাথ। রবিবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ঘটনাকানেকরও বেশি অবরোধ চলে। পরে রেল পুলিশ এবং আরপিএফ এসে অবরোধ তুলে দেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দেউলটি এবং কোলাঘাট স্টেশনের মাঝে নাচক এলাকায় মানুষ সাধারণ মানুষের যাতায়াতের জন্য একটা রাস্তা ছিল। দীর্ঘদিন ধরেই সেখান থেকে লোকেরা রেল লাইন উপকে যাতাযাত করেন। এইভাবে রেল লাইন পেরিয়ে যাতায়াত করার ফলে

মাঝে মাঝেই দুর্ঘটনাও ঘটে।

| <div>BAPUJI GRAM</div> <div>PANCHAYAT</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><span></span></div><div>Maniknagar, 13 No Bazar, PS-HW</div></div></div><div><div>Point Coastal, Dist.-South 24 Pgs.,</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div><div><div><div><span><span>W.B.NIT NO- 163/20/02/BGP/ 2025 Dated-21/02/2025</span></span></div><div><span><span>NIT NO-164/20/02/BGP/2025 Dated- 21/02/2025</span></span></div></div></div><div>Last date of Submission On or before <span><span>05/03/2025</span></span> (<strong>up-to 1.30PM</strong>)<span> </span> Date of Opening-<strong>08/03/2025 (From 02:০0PM)</strong>.<span> </span>(For viewing Tender: <a href="http://www.wb-tenders.gov.in">www.wb-tenders.gov.in</a>)</div></div> |
| <div><div><span><span> </span></span><span> </span>Sd/- <b>Pradhan</b></div><div><span><span> </span></span><span> </span><b>Bapuji Garm Panchayat</b></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### পাকিস্তানের জেল থেকে মুক্ত ২২ ভারতীয় মৎসজীবী



নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি : মাছের নিয়ন্ত্রণ ভুল করে পাকিস্তানের জলসীমায় ঢুকে পড়ার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাঁদের। দীর্ঘ বছর জেলে বন্দি থাকার পর অবশেষে ২২ ভারতীয় মৎসজীবীকে মুক্তি দিল পাকিস্তান। সাজা শেষ করার পর শুক্রবারই মুক্তি দেওয়া হয় ওই ২২ জনকে। জানা যাচ্ছে, শনিবারই ভারতের হাতে তুলে দেওয়া তাঁদের। তবে ২২ জন মুক্তি পেলেও এই একই ‘ পাকিস্তানের জেলে বন্দি রয়েছে এখনও ২০০ জনের বেশি ভারতীয়। মাঝসমুদ্রে সেভাবে কোনও সীমান্ত চিহ্ন না থাকার কারণে প্রায়শই সমস্যার মুখে পড়তে হয় মৎসজীবীদের। কখনও পাকিস্তান তো কখনও বাংলাদেশের হাতে গ্রেপ্তার হন মৎসজীবীরা। সতর্কতা ছাড়া এর কোনও নির্দিষ্ট সমাধান এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। এভাবে ভুল করে পাকিস্তানের জলসীমায় ঢুকে পড়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ২২ জনকে নির্ধারিত শাস্তির মেয়াদ পার করার পর গত শুক্রবার করাচির জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয় এই মসজীবীদের। এই ২২ জনকে করাচি থেকে লাহোরে আনার দায়িত্ব নিয়েছে এথি ফাউন্ডেশন নামের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সেখান থেকে ওয়াষা সীমান্ত দিয়ে ভারতে আনা হবে ২২ জনকে। ওই ভারতীয় মসজীবীকে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার সমস্ত রকম প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১ জানুয়ারি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে জেলবন্দি সংক্রান্ত তথ্যের আদানপ্রদান হয়েছে। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যাচ্ছে, বর্তমানে পাকিস্তানের হাতে বন্দি রয়েছেন ২৬ জন। যার মধ্যে ২১৭ জন মৎসজীবী। বাকি ৪৯ জন সাধারণ ভারতীয় নাগরিক। অনাদিক্কে, ভারতের তরফে যে তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে জানা গিয়েছে, ভারতের হাতে বন্দি পাকিস্তানের ৪৬২ জন নাগরিক। যাদের মধ্যে ৩৮১ জন পাকিস্তানি অপরাধী ও ৮১ জন সাধারণ মৎসজীবী।

## তেলেঙ্গানার টানেলে এখনও আটকে শ্রমিকরা, কাদাপথে এগনোই দায়! সাড়া পেতে ডাকা হচ্ছে নাম

তেলেঙ্গনা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : শনিবার সকালে তেলেঙ্গানায় টানেল ভেঙে আটকে পড়া ৮ শ্রমিককে এখনও উদ্ধার করা যায়নি। যদিও উদ্ধারকারীরা সেখানেই রয়েছেন। আগ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন তাঁদের উদ্ধারের। তবে প্রচুর কাদা জমে থাকায় ঘটনাস্থলে পৌঁছনোই কঠিন হয়ে পড়েছে। আপাতত উদ্ধারকারীরা চিৎকার করে সাড়া পেতে চাইছেন। আটকে পড়া শ্রমিকদের নাম ধরে ডাকছেন তাঁরা। কিন্তু শেষ খবর মেলা পর্যন্ত কাউকেই উদ্ধার করা যায়নি। প্রশাসনের তরফে জানা যাচ্ছে, তেলেঙ্গানার নগরকুরনুল জেলার শ্রীসাইলাম ড্যামে অবস্থিত সুড়ঙ্গের মধ্যে লিকেজ সমস্যা সারাই করতে গিয়েছিলেন একদল শ্রমিক। সুড়ঙ্গের প্রায় ১৪ কিলোমিটার ভিতরে হঠাৎ ধস নামে ছাদে। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার জেরে অন্তত ৮ জন ভিতরে

আটকে পড়েছেন। প্রশাসনের দাবি অনুযায়ী, ছাদের প্রায় ১০ মিটার অংশ ভেঙে পড়ে যার জেরে প্রায়



২০০ মিটার এলাকায় কাদামাটি ছড়িয়ে পড়েছে। জানা যাচ্ছে,

নিনচারকে আগেই খোলা হয়েছিল টানেলটি। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় জেলাশাসক বি সন্তোষ বলেন, যারা



আটকে পড়েছেন তাঁদের সঙ্গে কোনওভাবেই যোগাযোগ করা যাচ্ছে

# ভারতের ভোটে ১৮২ কোটি, ট্রাম্পের দাবি ওড়াল মার্কিন মিডিয়াই নিজেরাই

২৩ ফেব্রুয়ারি : পর পর তিনবার ভারতের ভোটে মার্কিন অর্থ সাহায্যের দাবি করলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভারতের একটি প্রথম সারির সংবাদমাধ্যম



তাদের তদন্তমূলক সংবাদ পেশ করে ভারতের ভোটে আমেরিকার আর্থিক সাহায্যের বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন। একই সঙ্গে ট্রাম্প এবং ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এমন দাবি জানানোয় জটিলতা বেড়েছে। আবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট বলেছে, ভারত উল্লেখ করে ভারতের নির্বাচনে ২ কোটি ১০ লক্ষ মার্কিন ডলার, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৮২ কোটি

ট্রাম্পের প্রথম দু’টি দাবি উড়িয়ে ওয়াশিংটন পোস্টের দাবি, ২০০৮ সাল থেকে ভারতের ভোট বিষয়ক কোনও কার্যক্রমের জন্য আমেরিকা কোনও অর্থসাহায্য করেনি। মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তব্যকে পুরোপুরি টাকা অনুদান দেওয়ার কথা জানিয়ে তার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, ভারতে ভোটটারদের বৃথমুখী করতে আমরা বন্ধু প্রধানমন্ত্রী মোদীর দেশে ১৮২ কোটি টাকা যাচ্ছে। কিন্তু ভারতের ভোটে ভারতের ভোটটারদের উপস্থিতি বৃদ্ধির করে আমাদের কী হবে? আমিও চাই ভোটটারদের বৃথমুখী করতে। কিন্তু সেটা আমার দেশের জন্য। এর আগে ভারতের বাজারে ভারতে সাহায্য পাঠানোর কথা বলেছিলেন ট্রাম্প। যা নিয়ে কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে চাপানুউতোর সৃষ্টি হয়। এদিন ফের সেই একই প্রসঙ্গ টেনেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তাঁর দাবি, ভারতে ভোটটারদের বৃথমুখী করতে পূর্বতন জে বাইডেনে প্রশাসন এই অনুদান দিয়েছিল। তার বিরুদ্ধেই তোপ দেগে চলেছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট। এ প্রসঙ্গে তিনি আগেও ভারতকে নিশানা করে তিনি বলেছিলেন ভারতে ভোটের হার বৃদ্ধির জন্য ২.১০ কোটি ডলার কেনে আমরা ব্যয় করব? ভারতের ভোট নিয়ে আমরা কেন মাথা ঘামাব? এতগুলো টাকা ভারতে যাচ্ছিল, আপনারা ভাবতে পারছেন? এরপরই উঠেছে সেই গুরুতর প্রশ্ন যা তোলপাড় করছে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্র।

## উপত্যকায় আগুনে পুড়ে ছাই ৩টি বাড়ি

শ্রীনগর, ২৩ ফেব্রুয়ারি : রবিবার জম্মু ও কাশ্মীরের সোনারকুল নয়াবাজার এলাকায় আগুনের গ্রাসে পুড়ে ছাই তিনটি বাড়ি। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। এক দমকল অধিকারিক জানান, আগুনের গ্রাসে তিনটি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি জানান, এদিন সকালে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দমকল দ্রুত পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। কোনও হতাহত হয়নি বলেও জানান তিনি। কী কারণে আগুন লাগলো, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

### মন কি বাত খুবই প্রভাবশালী : রবিশঙ্কর প্রসাদ

পাটনা, ২৩ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনলেন বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদ। রবিবার পাটনায় প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনার পর রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেছেন, মন কি বাত খুব প্রভাবশালী ছিল। এটি একটি দুর্দান্ত প্রোগ্রাম যেখানে প্রধানমন্ত্রী মানুষকে সুষ্ট থাকতে, স্থূলতা কমাতে, ভাল খেতে এবং কম তেল ব্যবহার করতে উসাহিত করেছিলেন। প্রতিটি পর্বে, প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রতিটি মন কি বাতে লোকের অনুপ্রাণিত করেন রবিশঙ্কর প্রসাদ আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী ভাগলপুর থেকে প্রায় ১০ কোটি কৃষকদের ২২ হাজার কোটি টাকা উপহার দেনে।

